সত্যমঙ্গল

বা

সত্যনারায়ণ-লীলা।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

"সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেহহং কামদং প্রভুং
লীলয়া চ ততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ ।"

স্কন্দপুরাণ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

ও

তদীয় বীণা থিয়েটার কোম্পানিকর্ত্তৃক অভিনীত।

কলিকাতা বৌবাজার ৯ নং সার্পেণ্টাইন্ লেন্ হইতে
শ্রীযুক্ত রায় ক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

শ্রীঅমৃতলাল সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক রাগতালে গঠিত।

কলিকাতা,
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৭

অনুক্রমণিকা।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারি যুগ। চারি যুগের জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই ভগবানের অবতার। তিনি লীলাচ্ছলে মানুষ, অমানুষ প্রভৃতি নানামূর্ত্তিতে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। বর্ত্তমান কলিকালে প্রয়োজনানুসারে কএকটি মূর্ত্তি ধরিয়াছেন এবং কলির শেষে একটি ধরিবেন। কলিতে যে কএকটি মূর্ত্তি ধরিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি সত্যনারায়ণ। স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডে এবং ভবিষ্যপুরাণাদিতে ভগবানের সত্যনারায়ণ অবতার ও সত্যব্রতের বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত আছে।

সত্যনারায়ণব্রতপূজাপদ্ধতি অদ্য পর্য্যন্ত আপামর সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। তাহার কারণ, অনেকের ধারণা আছে, মুসলমানেরা যে দেবতাকে সত্যপীর বলিয়া পূজা করে, সত্যনারায়ণ সেই দেবতা; সুতরাং হিন্দু হইয়া কিরূপে গর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায়? শাস্ত্রে দৃষ্টি না থাকাতেই এইরূপ মতব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, পুরাণশাস্ত্রগুলি কি মুসলমানের, না হিন্দুর? পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাল্য বিধির প্রতি যে সকল হিন্দুর অবহেলা, তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অযোগ্য। প্রত্যেক হিন্দুর সর্ব্বতোভাবে ভগবান্ সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা করা সম্পূর্ণরূপে উচিত।

এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আসিবার পূর্ব্বে তাৎকালিক প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে সত্যনারায়ণের [illegible] হইত এবং ব্রতকারিগণ অভীষ্ট ফল লাভ করিত। অনন্তর ভারতপ্রবিষ্ট মুসলমানগণের মধ্যে, তৎসাময়িক মুসলমান বাদশাহ সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যদর্শনে বিস্মিত হন এবং স্বজাতির মধ্যে সত্যব্রত প্রচলনের ইচ্ছা করেন। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সকল বিষয়ে যেমন পার্থক্য আছে, সত্যনারায়ণ-ব্রতসম্বন্ধেও তা সেইরূপ থাকা চাই, মুসলমান হইয়া, সম্পূর্ণ হিন্দুপদ্ধতিতে [illegible]রূপে হিন্দুর দেবতার ব্রতপূজা করা যাইতে পারে, অথচ এই

হিন্দুর দেবতার মাহাত্ম্যও অলৌকিক, ভক্তের অভীষ্টসাধক ইত্যাদি ভাবিয়া, বাদসাহ এই দিক বজায় রাখিয়া, 'সত্যনারায়ণ' স্থলে 'সত্যপীর' শব্দ ব্যবহার করিলেন, এবং 'নৈবেদ্য' স্থলে 'সির্ণী', 'বেদী' স্থলে 'মোকাম', 'প্রণাম' স্থলে 'সেলাম' ইত্যাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, মুসলমানগণের মধ্যে হিন্দুর সত্যনারায়ণের পূজা প্রচার করিয়া দিলেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ সমভাবে ভক্তি ও সমাদরে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পূজা করিয়া আসিতেছে। বোধ হয়, এই কারণেই আধুনিক উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুগণ, শাস্ত্রদর্শন না করিয়া, ভ্রান্তিবশে আপনাদের দেবতাকে পরের বলিয়া আস্থা করেন না। কিন্তু বৃথা আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়, ধর্ম্মনাশিনী ভ্রান্তিকে আর মনে স্থান দেওয়া ভাল নয়, সকলেরই ভগবান সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা করা উচিত। পাপময় কলিযুগে ভগবান সত্যনারায়ণ সত্য ও জাগ্রত দেবতা।

অস্মদ্ভবনে ভগবান্ সত্যনারায়ণের পূজা কিরূপে প্রচলিত ও অবলম্বিত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট করা যাইতেছে।

১৫০ বৎসরেরও অধিক কাল গত হইল, কলিকাতার উত্তরে বরাহনগর গ্রামে অকিঞ্চন গোস্বামী নামে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। সে সময়ে বরাহনগরের চতুঃপার্শ্ব, বিশেষতঃ গঙ্গাতট নিবিড় অরণ্যে সমাবৃত ছিল। পূজ্যপাদ অকিঞ্চন গোস্বামী মহাশয়, প্রতিদিন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন এবং স্নানাহ্নিক পূজা সমাধা করিয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার আরণ্য কুটীরে ফিরিয়া যাইতেন।

একদা উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় যথাকালে গঙ্গাস্নানে আসিয়া আবক্ষজলমগ্ন হইয়া জপ করিতেছেন, এমন সময়ে আমার পূজ্য-পাদ প্রপিতামহ ৺রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি আসিয়াই আবক্ষজলমগ্ন পুণ্যাত্মা ব্রহ্ম-চারীর প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মময় পবিত্র মূর্ত্তিদর্শনে প্রপিতামহের মনে কি এক আধ্যাত্মিক ভাবের আবির্ভাব হইল। তখন তিনি উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রতি

দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করিয়া, তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য সমুৎসুক হইলেন।

আমার পরমপূজ্য প্রপিতামহ ৺রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে বাস করিতেন। পঞ্চদশ-বর্ষ-বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মনে সংসার-বৈরাগ্য জন্মে। তিনি সেই কিশোর বয়সেই পিতামাতা প্রভৃতি স্বজনবর্গ ও সংসারের সমস্ত সুখসম্পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দারপরিগ্রহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন বলিয়া, অবিবাহিত অবস্থাতেই দেশান্তরী হইয়াছিলেন। কিছু কাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে বরাহনগরে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

যে দিন প্রপিতামহ মহাশয় উক্ত ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিলেন, সেই দিন হইতে প্রত্যহ তাঁহার নিবিড় বনমধ্যস্থিত কুটীরে অলক্ষিতভাবে আসিয়া, পূজার আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, এক দিন তিনি ব্রহ্মচারীর কৃপাকটাক্ষে পতিত হইলেন এবং তাঁহার আদেশে সত্যনারায়ণ-ব্রত অবলম্বন ও দারপরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর সংসারাশ্রমে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া, যাবজ্জীবন সুখস্বচ্ছন্দে সত্যব্রতে ব্রতী থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পবিত্র পথানুসরণ করিয়া আমার পূজ্যপাদ পিতামহ ৺[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে আমার পূজ্যপাদ পিতা ৺ভগবানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট সুখ-সৌভাগ্য ও যশঃ উপার্জ্জন পূর্ব্বক পরলোকগত হন। আমি স্বর্গীয় পিতা মহাশয়ের আদেশে সত্যব্রতে ব্রতী হইয়াছি। বিশেষ পরীক্ষা ও প্রমাণদ্বারা জানিতে পারিয়াছি, কলিকালে সত্যব্রতই জীবের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, শুভসৌভাগ্য ও মুক্তির একমাত্র উপায়। পরমপবিত্র সত্যব্রতের সমুজ্জ্বল সত্যালোক ব্যতীত মানবের পাপান্ধকার বিনষ্ট হইবার অন্য পন্থা নাই, ইহা আমার চিরন্তন সত্যবিশ্বাস।

শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯ নং সার্পেন্টাইন্ লেন, বৌবাজার—কলিকাতা।
২০এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সাল।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমার অনুরোধে কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় এই "সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ লীলা" নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে যথোচিত পারিশ্রমিক দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। আমি তাঁহার এই নিঃস্বার্থতা দর্শনে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমি আমার প্রয়োজনানুসারে এই গ্রন্থের ৫০০ কাপি নিজব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়া লইলাম। এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব গ্রন্থকারেরই রহিল। এই গ্রন্থ রেজেষ্টরী করা হইল। গ্রন্থকার ব্যতীত অপর কেহ ইহার পুনর্মুদ্রাঙ্কন, অংশবিশেষ গ্রহণ, বিক্রয় বা অভিনয় করিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯নং সার্পেণ্টাইন্ লেন্,
বৌবাজার—কলিকাতা।
২০এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সাল।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রায় ক্ষেত্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয় অকপট সত্যভক্ত। তিনি সত্যধর্ম্ম প্রচারে সর্ব্বদা যত্নশীল, সেই জন্য আমাকে ভগবান সত্যনারায়ণের মহিমা, ব্রত ও পূজাসম্বন্ধীয় এই নাটকখানি রচনা করিতে বলেন এবং যথোপযুক্ত পারিশ্রমিকও দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু আমি তাঁহার হিন্দুগৌরবস্বরূপ পরম পবিত্র সনাতন সত্যধর্ম্মপ্রচারের সদুদ্দেশ্য, সদুদাম ও সদুৎসুকতা দর্শনে, নিতান্ত আনন্দিত হইয়া, পারিশ্রমিক লই নাই। সত্যভক্তগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক "সত্যমঙ্গল" পাঠ করিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দলাভ করিলেই আমার আশাতীত পারিশ্রমিক লাভ হইবে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই, উক্ত ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মার ন্যায় কি ধনী, কি মধ্যবিৎ এবং কি দরিদ্র, সমস্ত হিন্দুরই লুপ্তপ্রায় সত্যধর্ম্মের আলোচনা, প্রবর্ত্তনা, সম্মাননা ও ব্রতার্চ্চনা করা সম্পূর্ণরূপে উচিত। স্বয়ং ভগবান্ দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন,—

"ব্রতমস্তিমহাপুণ্যং স্বর্গে চ ভুবি দুর্লভং।
* * * *
সত্যনারায়ণ স্যৈতদ্ব্রতং সম্যগ্বিধানতঃ।
* * * *
কৃত্বা সদ্যঃসুখং ভুক্ত্বা পরত্র মোক্ষমালভেৎ॥
দুঃখশোকাদিশমনং ধনধান্যবিবর্দ্ধনং।
সৌভাগ্যসন্ততিকরং সর্ব্বত্র বিজয়প্রদং॥
যস্মিন্ কস্মিন্ দিনে মর্ত্ত্যো ভক্তিশ্রদ্ধা সমন্বিতঃ।
সত্যনারায়ণং দেবং যজেত্তুষ্টো নিশামুখে॥
বান্ধবৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব সহিতো ধর্ম্মতৎপরঃ।
নৈবেদ্যং ভক্তিতো দদ্যাৎ সপাদং ভক্ষ্যমুত্তমং॥
রম্ভাফলং ঘৃতং ক্ষীরং গোধূমস্য চ চূর্ণকং।
অভাবে শালিচূর্ণম্বা শর্করাম্বা গুড়ং তথা॥

সপাদসর্ব্বভক্ষ্যাণি একীকৃত্য নিবেদয়েৎ।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ কথাং শ্রুত্বা জনৈঃসহ।
ততশ্চ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বিপ্রেভ্যঃ প্রতিপাদয়ন্॥
প্রসাদং ভক্ষয়েদ্ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদিকং চরেৎ।
ততঃ স্বস্থা গৃহং গচ্ছেৎ সত্যনারায়ণং স্মরন্।
এবং কৃতে মনুষ্যাণাং বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং॥
বিশেষতঃ কলিযুগে নান্যোপায়োঽস্তি ভূতলে॥'
ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণবিপ্রসংবাদো নাম প্রথমাধ্যায়ঃ।

সত্যব্রত কেন করা উচিত, উল্লিখিত অমৃতময় ভগবদ্বাক্যগুলি পাঠ করিলে তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। আবার দেখুন—

"য ইদং কুরুতে সত্যব্রতং পরম দুর্লভং।
শৃণোতি চ কথাং পুণ্যাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাং॥
ধনধান্যাদিকং তস্য ভবেৎ সত্যপ্রসাদতঃ।
দরিদ্রো লভতে বিত্তং বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ।
ঈপ্সিতঞ্চ ফলং ভুক্ত্বা চান্তে সত্যপুরং ব্রজেৎ॥
ইতি বঃ কথিতং বিপ্রাঃ সত্যনারায়ণব্রতং।
যৎ কৃত্বা সর্ব্বদুঃখেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ॥
বিশেষতঃ কলিযুগে সত্যপূজাকথাফলং।
সত্যনারায়ণং কেচিৎ সত্যদেবং তথাপরে॥
নানারূপধরো ভূত্বা সর্ব্বেষামীপ্সিতপ্রদঃ।
ভবিষ্যতি কলৌ সত্যব্রতরূপী সনাতনঃ॥
য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি মুনিসত্তমাঃ।
তস্য নশ্যন্তি পাপানি সত্যদেবপ্রসাদতঃ॥"

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণকথা নাম চতুর্থাধ্যায়ঃ॥

আরও বলিতে হইবে কি, কেন সত্যনারায়ণদেবের পাদপদ্মে শরণ লইতে হইবে, সত্যব্রত করিতে হইবে?

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।
২০এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নারায়ণ সত্যনারায়ণ (বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী)	... ভগবান্।
ব্রহ্মা	সৃষ্টিকর্ত্তা।
শিব	সংহারকর্ত্তা।
ইন্দ্র	অমরাবতীপতি।
অগ্নি	যজ্ঞদেবতা।
নারদ	দেবর্ষি।
শৌনক	নৈমিষারণ্যবাসী ঋষি।
সূত	পুরাণবক্তা।
কলি	মূর্ত্তিমান্ চতুর্থ যুগ।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য	... ... মূর্ত্তিমান্ ষড়রিপু।
পরীক্ষিৎ	ভারতেশ্বর।
সদানন্দ শর্ম্মা ...	কাশীপুরগ্রামবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
ধুরন্ধর	সদানন্দ শর্ম্মার ছাত্র।
লক্ষপতি	রত্নাবতীপুরবাসী সদাগর।
কঙ্কণকুমার	কাঞ্চনপুরবাসী সদাগরপুত্র ও লক্ষপতির জামাতা।

চন্দ্রকেতু ... ... রত্নসারপুরের রাজা।
হরিদাস শর্ম্মা ... ... জনৈক ব্রাহ্মণ।
কাষ্ঠকেতু ... ... কাঠুরিয়াগণের কর্ত্তা।

এতদ্ব্যতীত ঋষিগণ, ঋষিবালকগণ, কাঠুরিয়াগণ, নাবিকগণ, কোটালগণ, দস্যুগণ, গ্রাম্য লোকগণ, বাদ্যকারগণ, প্রহরী ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লক্ষ্মী ... ভগবানের ইচ্ছাশক্তি ভগবতী।
লীলাবতী ... লক্ষপতি সদাগরের পত্নী।
কলাবতী ... লক্ষপতির কন্যা ও কঙ্কণকুমারের পত্নী।
ব্রাহ্মণী ... ... সদানন্দ শর্ম্মার পত্নী।

এতদ্ব্যতীত দেবীগণ, গ্রাম্য নারীগণ ইত্যাদি।

সত্যমঙ্গল

বা

সত্যনারায়ণ-লীলা ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

প্রস্তাবনা—প্রথম শাখা ।

দৃশ্য—গোলোকপুরী—আরামারাম*।

রত্নসিংহাসনে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ উপবিষ্ট।

দুই পার্শ্বে দেবীগণ চামর ইত্যাদি হস্তে দণ্ডায়মানা।

দেবীগণ। (গীত)

পিলু—তাল ফেরতা।

উজ্জ্বল নীল জ্যোতি-ভাতি
গোলোকপুরী আলোকি ধায়।

---

* আরামারাম=আরাম+আরাম। আরাম—বিশ্রাম, আরাম—উপবন—আরামারাম—বিশ্রাম-উপবন।

পলক পলক আলোক-পুলক
ঝলক ঝলক চমকি চায় ॥
নীল জ্যোতিকো আলোক মাঝ,
পীত জ্যোতিকো আলোক ভাঁজ,
নীল-পীত-জ্যোতি একহি মিলহি,
উজল হরিত জ্যোতি জীয়ায় ॥
নীল বিষ্ণু, পীত লছমী,
মেঘহি জনু রে বিজুরী-চকমি,
তরুলতাকুল আরামারামহি
হরিত-জ্যোতি-দ্যুতি বিলায় ॥

লক্ষ্মী। (কৃতাঞ্জলিপুটে) প্রভু! প্রণিপাত করি রাঙা পায়।

নারায়ণ। (সহাস্যে) রমে! মন তব কিবা চায়?

লক্ষ্মী। দয়াময়!

চিরদিন কর্ম্মহীন তুমি,
গম্ভীর নিশ্চল।
আমি তব চিরাধীনী দাসী,
চির অভিলাষী কর্ম্ম করিবারে।
নিয়ত চঞ্চল আমি,
সে হেতু চঞ্চলা মোর নাম
দিয়াছ, হে গুণধাম!
আবার
পরমা প্রকৃতি বলি, আর তব ইচ্ছা বলি

বাড়ায়েছ গৌরব মহত্ত্ব মোর তুমি।
তেঁই, কৃপাসিন্ধু স্বামী,
এ তব ইচ্ছার ইচ্ছা করহ পূরণ,
শ্রীচরণে এই নিবেদন।

নারায়ণ। (সহাস্যে) ইচ্ছাময়ি রমে!
কিবা ইচ্ছা জাগে তব চিতে?

লক্ষ্মী। জগদীশ! উপস্থিত ঘোর কলিকাল,
তব সৃষ্ট নর নারী
কলির দাপটে পড়িল সঙ্কটে।
হরি, অগতির গতি।
কি হবে তা'দের গতি?
এ তব ইচ্ছার ইচ্ছা করিয়া পূরণ
কিবা রূপ করিবে ধারণ
তা'সবার তারণ কারণ?
সাধুর উদ্ধার আর দুষ্টেরে দণ্ডিতে,
যুগে যুগে হও অবতার।
কলিযুগে কোন্ অবতারে
তারিবে হে তব জীবগণে?
তুমি না তারিলে,
পাপের সলিলে
আকুল হইবে জীবকুল।

নারায়ণ। নিশ্চলে চঞ্চল আজি করিলে, চঞ্চলা!
কর্ম্মহীনে কর্ম্মময় কৈলে, কর্ম্মময়ি!
ইচ্ছাহীনে ইচ্ছাময় কৈলে, ইচ্ছাময়ি!

তব অনুরোধে
আবার যাইব আমি দূর ধরাতলে
তারিবারে জীবদলে
কলির দাপট ঘোর সঙ্কট হইতে।
অভিনব অবতার সত্যনারায়ণ
হব আমি কলিযুগে।
ইচ্ছাময়ি, কর্ম্মময়ি,
ইচ্ছারূপে, কর্ম্মরূপে
স্বরূপে মিশাও, রূপেশ্বরি!

(সহসা লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ ও
লক্ষ্মীর অন্তর্ধান)

পুরুষ প্রকৃতি একাধারে
জীবের উদ্ধারে কলিকালে।
সত্যনারায়ণরূপে
মর্ত্ত্যে গিয়া প্রকাশিব লীলা।
কলিগর্ব্ব খর্ব্ব করি
সর্ব্বজীবে জীয়াইব সত্যের আলোকে।
সত্যধর্ম্ম, সত্যকর্ম্ম বুঝাব সকলে,
সত্য নাম প্রচারিয়া,
সত্যপথ দেখাইয়া,
সত্যালোকে সত্যলোকে
সর্ব্বলোকে আনিব এবার।
দুঃখ নাশি মোক্ষ দিব সত্যভক্তগণে।

গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের প্রবেশ।

সকলে। (প্রণাম করিয়া গীত)

কামোদ—চৌতাল।

সঙ্কটে পড়ি, নিকটে তব,
আইনু সকলে, হরি হে।
কলির দাপে, ভুবন কাঁপে,
গেল পাপে ধরা ভরি হে॥
যুগে যুগে জাগি তুমি হে,
জাগাও জাগাও জীবকুলে,
এবে কলিযুগ, জাগ হরি,
জাগাও জাগাও অভয় বোলে ;—
হে শিব-শিব, তোমার জীব,
নির্জ্জীব এবে তোমারি ভবে ;
জীব-জীবন, দেহ জীবন,
নহে আজীবন মরিয়ে রবে ;—
কলির সাগরে, ডোবে নারী নরে,
তার দিয়ে পদতরী হে॥

নারায়ণ। পদ্মযোনি! পঞ্চানন!
পুরন্দর আদি দেবগণ!

নারদ প্রভৃতি মুনিগণ!
না হও চিন্তিত চিত আর।
করিব নিস্তার জীবগণে
অবতরি মরত ভুবনে;
কলিসর্প হতদর্প হইবে নিশ্চয়।
হের সবে,
তোমাদের হরি এবে একাকী গোলোকে।
লক্ষ্মীরূপা মহামায়া
মিশায়েছে মানসে আমার।

নারদ। নির্গুণ ঈশ্বর এবে সগুণে বিরাজে।

সকলে। জয় জয় হরি দয়াময়!

নারদ। প্রভু!
বড় আশা জাগে মনে,
কলির পীড়িত জীবগণে
কোন্ রূপ্ ধরি, তারিবে, শ্রীহরি?
কোন্ রূপে শাসিবে কলিরে?

নারায়ণ। নারদ!
সমস্ত বুঝেছি আমি।
কলির দারুণ অত্যাচারে
মর্ত্ত্যের মাঝারে
নর নারী কাঁদে হাহাকারে।
অনেকে কলির প্রলোভনে
মুগ্ধমনে ভুলিয়া আমারে
পূজিছে তাহারে সদা ষোড়শোপচারে।

যারা কাঁদে কলির পীড়নে,
মুছাব তাদের অশ্রুবারি ;
যারা মজি কলির কুহকে
পূজিছে তাহাকে,
তা সবে শাসিব কলি সনে ;
ঘুচাইব মিথ্যাভ্রম,
দেখাইব সত্যালোক,
সত্যধর্ম্মে স্থাপিব সকলে
অভিনব রূপে এবে মর্ত্ত্যে অবতরি।
কলিজীব পাবে পরিত্রাণ,
পাইবে নির্ব্বাণ মোর পদে।

নারদ। কি রূপ ধরিবে, হরি ?

নারায়ণ। সত্যনারায়ণ।

নারদ। (সানন্দে) অভিনব সুমধুর নাম—সত্যনারায়ণ।

সকলে। জয় জয় সত্যনারায়ণ !

নারায়ণ। শুভলগ্ন উপস্থিত,
হব আমি উপনীত
অবিলম্বে দূর ধরাধামে।
নিজ নিজ ধামে, যাও এবে সর্ব্বজন।

সকলের গীত।

কীর্ত্তন।

দেব ও ঋষিগণ।—

প্রাণারাম, নব নাম, সত্যনারায়ণ।
কলিমারণ, পাপিতারণ, জীবের জীবন॥

দেবীগণ।—

মর্ত্ত্যবাসী, পুণ্যরাশি, লভিবে সত্যে পূজিয়ে,
পাপ তাপ, কলির দাপ, যাইবে মর্ত্ত্যে ঘুচিয়ে,—

সকলে।—

অতুল অতল সুখ-সাগরে
ভাসিবে ভকত জীবগণ॥

দেব ও ঋষিগণ।—

ধরণী হইবে স্বর্গধাম,

দেবীগণ।—

পূরিবে জীবের মনস্কাম,

সকলে।—

সত্য সত্য, পরম তত্ত্ব,
সত্য ভক্ত-মুক্তি-ধন॥

প্রস্তাবনা—দ্বিতীয় শাখা।

পথ।

বীরবেশে রাজা পরীক্ষিতের প্রবেশ।

পরী। কি! এত দর্প! এত অহঙ্কার!
অর্জ্জুনের পৌত্র আমি,
পিতা মোর অভিমন্যু বীর,

প্রভু মোর কৃষ্ণ ভগবান্,
মোর রাজ্যে কলির দাপট !
মুনিগণমুখে শুনি এ নির্ঘাত বাণী
দিবস রজনী ভ্রমি দেশদেশান্তরে।
কোথাও না পাই তার দেখা।
মহাপাপী কলি
লুকায়ে রাজত্ব করে রাজ্যেতে আমার
করিব সংহার দুরাচারে।
দেখি,
গোপনে রহিবে কত কাল।

(সহসা নেপথ্যে রোদন-শব্দ)

(সবিস্ময়ে)—এ কি ! এ কি শুনি !
করুণ রোদনধ্বনি পশিল শ্রবণে।
জনেক পুরুষ,
জনেক রমণী কাঁদে।

নেপথ্যে বৃষরূপী ধর্ম্ম। (সকাতরে) হের, রাজা পরীক্ষিৎ !
ধর্ম্ম আমি,
ধর্ম্মহীন কলি দুরাচার।
মর্ম্মভেদ করিল আমার।
এখনি আসিয়া,
ফেলিবে নাশিয়া মোরে তীক্ষ্ণ অসিধার।
রক্ষা কর ধর্ম্মের জীবন,
ধর্ম্মশীল মহারাজ !

নেপথ্যে গাভীরূপা পৃথিবী। (সকাতরে) মহারাজ পরীক্ষিৎ
ধরা আমি,
অশ্রুধারা ঝরিছে নয়নে
নিদারুণ কলির পীড়নে।
এখনি আসিয়া
কে, হবে নাশিয়ে মোরে তীক্ষ্ণ অসিঘায়।
রক্ষা কর ধরার জীবন, ধর্ম্মশীল মহারাজ!

পরী। (শুনিয়া সান্ত্বনা বাক্যে) মাভৈ মাভৈ, ধর্ম্মদেব!
ভয় নাই, ধরাদেবি!
পরীক্ষিৎ থাকিতে জীবিত,
কার সাধ্য তোমা দোঁহে করিবে বিনাশ?
কলি তো সামান্য অতি,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি সাধে হেন বাদ,
নাহিক নিস্তার কোন মতে।
এই আমি রহিনু হেথায়,
আসুক সে কলি নীচাশয়।

নেপথ্যে ধর্ম্ম। মহারাজ!
বড় ভয় হয়, কি জানি কি হয়,
দুটি প্রাণ যেতেছিল,
তিন প্রাণ যায় বা এখনি।

পরী। (সাহস ও দর্পে) নাহি ভয়, ধর্ম্ম মহাশয়!
তিন প্রাণ কি হেতু যাইবে?
বরঞ্চ এখনি
এক প্রাণ দুই প্রাণ করিবে নিস্তার।

বেগে সশস্ত্র কাম, ক্রোধাদি ষড়রিপুর প্রবেশ।

ক্রোধ। কে তুই এখানে ?

পরি। তোমরা কাহারা ছয় জন ?

ক্রোধ। নয়ন কি নাই ?

কে যে মোরা ছয় জন না পার চিনিতে ?

পরী। (ব্যঙ্গসহকারে) না!

দুটি বই চক্ষু নাহি মোর,

তোমরা যে ছয় জন,

দুই চক্ষে চেনা অসম্ভব!

ভাল,

তোমরা ছ জনে, দ্বাদশ নয়নে

আমারেও নারিলে চিনিতে !

ক্রোধ। কি! পরিহাস আমাদের সনে!

জান না কি, সামান্য মানব!

আমরা ছ জনে ছয় রিপু—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, সে মোহ।

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কলি,

প্রকাণ্ড বিশ্বের রাজা;

মোরা সবে অনুচর তাঁর।

রাজাজ্ঞায় দিবানিশি মোরা

দিতেছি প্রহরা ধরাধামে;

করিতেছি কলির অধীন

সর্ব্ব জীবগণে।

পরী। ভাল হল,
পাইলাম কলির সন্ধান,
ছায়ায় মিলিবে কায়া।
ষড়রিপু সম্মুখে যখন,
কলি আর দূরে কি তখন ?
আরে আরে ষড়রিপুগণ,
কোথা সেই কলি দুরাচার ?

ক্রোধ। কি বলিলি, নরাধম !
মহারাজ কলি—দুরাচার ?
তুচ্ছ মুখে উচ্চ কথা,
আয়, এখনি কাটিব মাথা।
(অন্যান্য রিপুগণের প্রতি)—
ধর দুষ্টে, করহ সংহার।

(পরীক্ষিৎকে সকলের আক্রমণ-চেষ্টা)

পরী। (সক্রোধে) আরে ক্ষুদ্র কীটগণ !
পর্ব্বত কাটিতে আশা মনে !
দেখা দেখা,
কত শক্তি ধরিস্ শরীরে, হীনগণ !

(ষড়রিপুর সহিত পরীক্ষিতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও
ষড়রিপুর পরাজিত হইয়া পলায়ন)

নেপথ্যে ধর্ম্ম। জয় রাজা পরীক্ষিৎ !
এতক্ষণে বুঝিনু নিশ্চিত—

তোমা হ'তে পাইব নিস্তার,
তোমা হ'তে হ'বে ঘোর কলির শাসন।

বেগে শসস্ত্র কলির প্রবেশ।

পরী। ওরে, তোরি নাম কলি?

কলি। তুই কে রে নরাধম?

পরী। কলিঘাতী রাজা পরীক্ষিৎ।

কলি। (অট্টহাস্যে) ভাল ভাল!
ঘুচায়েছি সমস্ত কণ্টক,
একটা আছিল বাকি,
তাও আজ ভাগ্যবলে মিলিল সম্মুখে।
আয়, রে কণ্টক পরীক্ষিৎ,
বধিব নিশ্চিত তোরে রণে।

পরী। যথা ধর্ম্ম, তথা জয়!
আয় আয়, দুরাশয়!
মোর বাণে কলিপ্রাণ উড়ুক বাতাসে।

(উভয়ের ভয়ঙ্কর শরযুদ্ধ)

কলি। (সক্রোধে) আরে আরে দুরাচার!
সুপ্ত সিংহে জাগাইলি,
রক্ষা আর নাহি তোর।

পরী। কি ঘৃণার কথা!
শৃগাল হইয়া, চাস্ সিংহ হইবারে!
এইবার যা রে যমাগারে।

(উভয়ের ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও কলির আহত হইয়া ভূতলে পতন)

কলি। (কষ্টে) ওঃ, বিষম আঘাত!

পরী। এইবার করিব নিপাত!

কলিশূন্য করিব ভুবন।

(কলির মস্তকচ্ছেদেচ্ছায় অসি উত্তোলন)

আকাশ বাণী। ক্ষান্ত হও, মহারাজ!

অসিকোষে রাখ অসি।

রাজা! তব বধ্য নহে পাপ কলি।

বিধির ইচ্ছায়

কলির প্রাধান্য হবে।

বিধি-ইচ্ছা না লঙ্ঘিও, রাজা!

কলিরে করহ পরিহার।

পরী। দৈববাণী লঙ্ঘনীয় নয়,

তেঁই প্রাণ পেলি, দুরাশয়!

কিন্তু তোরে খেদাইব,

না রাখিব পুণ্যময় ধর্ম্মভূমে।

ধর্ম্মের যে করে অপমান,

মোর রাজ্যে নাহি তার স্থান।

কলি। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ!

কোথায় রহিব তবে,

কৃপা করি আদেশ আমারে।

পরী। পাপ স্থানে পাপীর নিবাস।

ধর্ম্মের চরণধূলি যেথা,

তোরে স্থান নাহি দিব সেথা।

মদ্যপান, নারীহত্যা, জীবহত্যা যেথা,

বসিবি সেথানে তুই ;
স্বর্ণ, মিথ্যা, গর্ব্ব, কাম, হিংসা, বৈর আদি
তোর বাসস্থান চিরদিন।
অধর্ম্মকুমার কলি !
এই সবে কর্ বসবাস।

কলি। যথা আজ্ঞা, মহারাজ !
(স্বগত)—প্রাধান্য আমার
কার সাধ্য ঘুচাইতে পারে ?
ক'দিন বা তোমার শাসন ?
যখন ত্যজিবে তুমি দেহ,
কে আঁটিবে তবে মোরে ?
পূর্ণবলে ধরণী শাসিব,
আনিব মানবগণে আপনার বশে।
কলির প্রচণ্ড দর্পে
হইবেক অধর্ম্মের জয়।

পরী। এখনো নীরবে কেন হেথা ?
দূর হ রে দৃষ্টিপথ ছাড়ি।

[কলির প্রস্থান।

নেপথ্যে ধর্ম্ম। মহারাজ পরীক্ষিৎ !
রক্ষা কৈলে ধর্ম্মে নিজগুণে।
এই গুণে, নৃপমণি,
অন্তে তুমি বৈকুণ্ঠে যাইবে,
মিশাইবে সত্যরূপ হরির চরণে।

নেপথ্যে পৃথিবী। ধর্ম্মশীল মহারাজ !

প্রতপ্ত হৃদয় মোর করিলে শীতল।
হউক মঙ্গল তব।
অনন্ত শরীর জুড়ি মোর,
সুখ্যাতি ঘুষিবে তব সর্ব্বজীবগণ।

পরী। ভগবান্ হরির কৃপায়,
ধর্ম্মদেব! ধরাদেবি!
তোমাদের আশঙ্কা ঘুচিল।
এবে তোমা দোঁহাকার
বন্ধন মোচন করি।
যাও দোঁহে নিজ নিজ স্থানে।

[প্রস্থান।

প্রস্তাবনা—তৃতীয় শাখা।

দৃশ্য—নৈমিষারণ্য।

মধ্যস্থলে পুরাণপাঠে সূত উপবিষ্ট।

দুই পার্শ্বে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রোতৃরূপে আসীন।

সকলে। (গীত)

নাগধ্বনি—কানড়া।

(যদি) বাঞ্ছসি মানব ভবসিন্ধুপারং।
উচ্চারণং কুরু হরিমনিবারং ॥
[হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল মন!]

শ্রীকৃষ্ণনাম হি সুধাধারাধারং।
বারয়তি জীব ঘোরযমদ্বারং॥
[হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল মন !]
হে কৃষ্ণ মুঞ্চ কঠিনপাপভারং।
দেহি দেহি পাদপদ্মমুদারং॥
[হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল মন !]
ভজ রামং বদ রামং কুরু রামসারং।
অন্তে গমিষ্যসি বৈকুণ্ঠাগারং॥
[হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল মন !]

শৌনক। ব্যাসশিষ্য সূতবর !
নিরন্তর তোমার শ্রীমুখে
বিবিধ-পুরাণ-ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ
বহুজ্ঞান লভিনু সকলে।
ধর্ম্মকথা, তত্ত্বকথা, যাগযজ্ঞকথা,
যোগকথা, নীতিকথা, রাজগণকথা,
দেবদৈত্যদানবরাক্ষসগণকথা,
সৃষ্টিতত্ত্বকথা আদি শুনিনু অনেক।
সর্ব্বাপেক্ষা সুধাময়ী হরিগুণকথা
শুনিয়া আমরা সবে পবিত্র হইনু।
কিন্তু, সূত ! কলিকালে অল্পায়ু মানব
কিরূপে কঠিন ধর্ম্মব্রত আচরিবে ?

শাস্ত্রবিধি বড়ই কঠিন,
অল্পদিনে, অল্পব্যয়ে, অল্পপরিশ্রমে
কিরূপে পালিবে জীব তাহা কলিকালে ?

সূত। সহজ ব্যবস্থা নাহি শাস্ত্রের ভিতর,
চিন্তিত অন্তর তেঁই আমিও হয়েছি।

গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ।

(নারদকে দেখিয়া সকলের গাত্রোত্থান)

নারদ। (গীত)

জলধর-কেদার—ঝাঁপতাল।

কলিগর্ব্ব খর্ব্ব হবে, ভবে সত্যসুধা ববে,
সর্ব্বজীব মুক্তি পাবে, সত্যের পূজনে।
অসত্য হইবে নষ্ট, সত্যের আলোক পষ্ট,
ঘুচাইবে জীবকষ্ট, অভিষ্ট সাধনে॥
আপনি হরি, গোলোকপুরী, পরিহরি জীব কারণে,
দণ্ডিবেশে, দেশে দেশে, সত্যনামপ্রচারণে,
অভিন অপরূপ, সত্যনারায়ণ রূপ,
ধরি এবে তারিবেন সর্ব্বজীবগণে॥

মুনিগণ! নাহি আর ভয়,
হরি দয়াময় দিলেন অভয়।
অধর্ম্ম অসত্য নাশ তরে,
কলিগর্ব্ব খর্ব্বিবার তরে,

জীবের উদ্ধার তরে
এসেছেন মর্ত্ত্যলোকে নিজে ভগবান।
জীবগণ পাবে প্রাণ,
পাবে ত্রাণ কলিত্রাস হ'তে।
অভিনব অবতার সত্যনারায়ণ,
জীবগণ-মুক্তির কারণ।

শৌনকাদি সকলে। জয় জয় সত্যনারায়ণ।

নারদ। স্তবর!
কথকথা-কার্য্যে তুমি বড়ই নিপুণ,
পাঠব্যাখ্যাগুণ
আছয়ে তোমাতে সবিশেষ।
আমার নিকটে এবে
সত্যনারায়ণ-লীলা করিয়া শ্রবণ,
শ্রবণ করাও মুনিগণে।
তার পর যথাকালে
স্কান্দ রেবাখণ্ডে আর ভবিষ্যপুরাণে
সত্যনারায়ণ-কথা হইবে বর্ণিত।
সবার সমক্ষে
কোরো তুমি সে পুরাণ পাঠ,
খুলে যাবে স্বর্গের কপাট,
ভেঙে যাবে অধর্ম্মের হাট,
কলির ঘুচিবে রাজপাট,
পাপমুক্ত হবে জীবগণ।

সকলে। জয় জয় সত্যনারায়ণ।

পুষ্পপূর্ণসাজীহস্তে গাহিতে গাহিতে মুনি-
বালকগণের প্রবেশ।

মুনিবালকগণ। (গীত)

ঝাঝ—দাদরা।

বল্ রে ও ফুল্ কারা তোরা ?
মনভুলানো হাসি হেসে,
করিস্ শেষে পাগলপারা ॥
তোদের রূপে মোহিত হয়ে,
অরূপ হরি স্বরূপ হয় ;
কিরূপ তোরা, বুঝ্‌তে নারি,
তোরাই হরির রূপ কি নয় ?—
রূপের ফুলে পূজ্‌বো হরি,
মিশ্‌বে রূপে রূপের ধারা ॥

নারদ। (সানন্দে) শিশুগণ! ধন্য তোরা!
ধন্য তোসবার ফুলখেলা!
ভগবান্ হরি দয়াময়
ফুলের দেবতা সুনিশ্চয়।
বন্য ফুলে, ভক্তি-ফুলে,
আইস সকলে মিলে
পূজি সেই বনফুলমালী।

সকলে। (সাজীস্থ পুষ্প গ্রহণ করিয়া গীত)

মিশ্র বেহাগ—ফের্‌তা।

অনন্ত অনন্ত কোটী, বনফুলকুল ফুটি,
দিবানিশি পড়ে লুটি, যাঁর পদতলে।
কলিতাপ নাশ তরে, তাঁহার শ্রীপদোপরে,
ঢালি হে ভকতিভরে, ফুল্ল ফুলদলে॥

মুনিবালকগণ। (পরস্পরের মস্তকে ফুল দিতে দিতে)—

মাথায় মাথায় ফুল দিলে, ভাই,
পড়ে গিয়ে ফুল হরির পায়;
মাথায় মাথায় ফুল দিনু তাই,
হরিপায় ফুল উড়ে যা বায়;—

মুনিগণ।—

জয় পাপনিবারণ, ভক্তবাঞ্ছা প্রপূরণ,
জয় সত্যনারায়ণ, বল হে সকলে;—

সকলে।—

সকলে প্রণমি হরি-চরণ-কমলে॥

[প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিবেশে ভগবান্ সত্য-
নারায়ণের প্রবেশ।

সত্য। প্রলয় কালের সিন্ধূচ্ছ্বাসের ন্যায়, দুরাত্মা কলির অত্যাচার আমার জীবগণকে অত্যন্ত কাতর করেছে। আহা, ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্ণগতপ্রাণ নরনারীগণ, কলির শাসন-ভয়ে জীবন্মৃত হয়ে পড়েছে। আর না, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। কলি-প্রবর্ত্তিত মিথ্যা অধর্ম্ম হ'তে জীবগণকে সত্যধর্ম্মে পুনর্ব্বার দীক্ষিত করি। সত্যধর্ম্ম বই, সত্যালোক বই, সত্যব্রত বই এবং সত্যনারায়ণের পূজা বই, কলিযুগে জীবগণের মুক্তির অন্য উপায় নাই। বায়ু যেমন সর্ব্বব্যাপী, আমার প্রচারিত সত্যধর্ম্মও সেই রূপ সমস্ত জগদ্ব্যাপী হয়ে বিস্তৃত হবে। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ঐ না একটি জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ এই দিকে আস্‌চে? তাই বটে। ঐ ব্রাহ্মণকে দিয়েই আমার সত্যধর্ম্মব্রত প্রচার কোর্ব্বো। কণামাত্র অগ্নি যেমন সুদূরব্যাপ্ত অরণ্যকে ভস্মীভূত কোরে, দিগন্তব্যাপী আকার ধারণ করে, আমার সত্যধর্ম্মও সেইরূপ ঐ একটি ব্রাহ্মণ হতেই অবশেষে পৃথিবীর জীবগণের কলিজনিত পাপরাশি ধ্বংস কোরে দিগ্দিগন্তব্যাপী হবে। আকাশের যেমন

সীমা নাই, কলিযুগে সত্যনারায়ণের সত্যধর্ম্মও সেইরূপ অসীম হবে। পাপিষ্ঠ কলি হতদর্প হবে, জীবগণ সত্যমহিমায় মহি-মান্বিত হয়ে, অন্তে আমার পাদপদ্মে বিলীন হবে। আমার এই ব্রহ্মচারিবেশই সত্যধর্ম্ম ও সত্যব্রত প্রচারের প্রথম সোপান। প্রয়োজন হলে অপরাপর মূর্ত্তিও ধারণ কোর্ব্বো। এই যে, ব্রাহ্মণ আগতপ্রায়। আমি কিঞ্চিৎ অন্তরালে অবস্থান করি। (অন্ত-রালে অবস্থিতি)

সদানন্দ শর্ম্মার প্রবেশ।

সদা। (কাতরকণ্ঠে) হা ভগবন্! যাবজ্জীবন কেবল ঘোরতর দুঃখভোগের নিমিত্তই কি দরিদ্রকে সৃষ্টি করেচ! আর যে সহ্য হয় না। দণ্ডে দণ্ডে কষ্টদণ্ডে আর কত কাল দণ্ডিত হব! প্রভো, না হয়, আমিই দৈন্যযন্ত্রণায় অস্থির হচ্চি, কিন্তু পতিগতপ্রাণা আমার পত্নীর দুঃখযন্ত্রণা আর যে সহ্য হয় না। হায় হায়, বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়েচে, কোথাও এক মুষ্টি তণ্ডুলও ভিক্ষা পেলেম না। চিরদুঃখিনী পত্নী, আমার মুখাপেক্ষা কোরে কুটীরে অবস্থান কোচ্চে, আমি রিক্তহস্তে কুটীরে গিয়ে কি বোলে তাকে বুঝাবো! হায়, পতি পত্নী দুই দিন অনাহারী! হরি হে! কৃষ্ণ হে! মধুসূদন! আমাদের দগ্ধভাগ্যে এত দুঃখও লিখেছিলে! (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) আর না, আর কুটীরে ফিরে যাব না। নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করি। সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার অবসান হোক্। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ)

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিবেশে ভগবান্ সত্যনারায়ণের পুনঃপ্রবেশ।

সত্য। তোমার গলদেশে পবিত্র যজ্ঞসূত্র দেখ্‌চি, তুমি ব্রাহ্মণ?

সদা। হাঁ, মহাশয়! আমি ব্রাহ্মণ।

সত্য। তোমার নাম?

সদা। শ্রীসদানন্দ শর্ম্মা।

সত্য। তবে ভালই হল। ব্রাহ্মণ! আমিও ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী। এখন পর্য্যন্ত অনাহারী। আমাকে কিছু আহার্য্য ভিক্ষা দাও।

সদা। (সদুঃখে) হা জগদীশ্বর! এ কি দুর্ব্বিপাক! কি বিষম সমস্যা!

সত্য। কেন, বিপ্র, তুমি বিমর্ষ হয়ে এমন কথা বোল্‌চো? অতিথিকে ভিক্ষাদান করা গৃহস্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সদা। (সদুঃখে) অতিথি ব্রহ্মচারিন্! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সাধু সজ্জন, সর্ব্বজনের পূজনীয়, কিন্তু আমি নিতান্ত দীনহীন দরিদ্র, তাই আজ স্বয়মুপস্থিত ব্রাহ্মণ অতিথিকে ক্ষুধার সময় একমুষ্টি অন্ন দান কোত্তে পাল্লেম না। হা ভাগ্য!

সত্য। যা হোক্, যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য প্রদান কর। আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতুর।

সদা। পূজ্যপাদ অতিথি মহাশয়! আমার মন্দভাগ্যবশতই আপনি একজন জন্মভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা কচ্চেন। অদৃষ্টক্রমে অদ্য কোথাও কিছু ভিক্ষা পাইনি। পেলে এখনি আপনাকে ভিক্ষাদান কোরে, [illegible] কৃতকৃতার্থ কোত্তেম। এই দেখুন, আমার ভিক্ষার [illegible] দুই দিন শূন্য। হায় হায়, আমার অতিথি-সেবা [illegible] অতিথি সকলের গুরু। আমি হেন অভাগা এমন গুরু [illegible] কোত্তে পাল্লেম না। ধিক্ আমাকে! মৃত্যু, অবিলম্বে আমাকে [illegible] কোরে, তোমার জঠরানল এবং আমার যন্ত্রণানল নির্ব্বাণ [illegible] (বিলাপ)

সত্য। ব্রাহ্মণ! বিলাপে প্রয়োজন নাই। আমি অন্যত্র ভিক্ষালাভের চেষ্টা করি। (গমনোদ্যোগ)

সদা। (বাধা দিয়া) মহাশয়! আমি যখন আজ ক্রমাগত দুই দিন দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কোরে, একমুষ্টি ভিক্ষা পাই নি, তখন আপনিও নিষ্ফল হবেন। কলির কুহকে মোহিত হয়ে, মানবগণ বড়ই নির্দ্দয় হয়ে উঠেচে। এখন তারা নিজেদেরই অগণার্থ স্বার্থসাধনে ব্যতিব্যস্ত, ধর্ম্মকর্ম্মে মন নাই, দানধর্ম্মে ইচ্ছা নাই। আপনি বৃথা ভিক্ষাশায়, সেই সকল নিষ্ঠুর লোকদের নিকটে যাবেন। একে আপনি ক্ষুধাতুর, তার উপর তাদের মর্ম্মভেদী দুর্ব্বাক্যবাণে আহত হয়ে, আরও কষ্ট পাবেন। মহাশয়, আমার অনুরোধ রাখুন, নির্দ্দয়দের দ্বারে যাবেন না; তার চেয়ে বরং আমার এই উত্তরীয়খানি গ্রহণ করুন্। কারো নিকট এখানি বিক্রয় কোরে, তন্মূল্যে ভোজ্যবস্তু ক্রয় কোর্‌বেন। (উত্তরীয় প্রদানোদ্যোত)

সত্য। (সানন্দে) বিপ্রবর! ধন্য তুমি! আহা, নিজে তুমি দুই দিন উপবাসী; কোথাও একমুষ্টি ভিক্ষা পাও নাই, তথাপি অতিথিসেবার জন্য নিজের উত্তরীয়খানি আমাকে ভিক্ষাদান কোচ্চো। ধন্য তোমার অতিথিবাৎসল্য! ধন্য তোমার উদারতা! তুমি দরিদ্র বটে, কিন্তু অতুলৈশ্বর্য্যপতি রাজারাও তোমার সমান সদাদর্শ ও হৃদয়বান্ মনুষ্য নহে। আমি তোমার মহত্ত্ব-দর্শনে যার-পর-নাই আনন্দিত হয়েচি।

সদা। প্রভো! আমি সামান্য ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। আমার যেমন সঙ্গতি, সেইরূপ যৎসামান্য ভিক্ষা দান। অনুগ্রহপূর্ব্বক দীনহীন ভিক্ষুকের এই অতিতুচ্ছ ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

সত্য। ব্রাহ্মণ! তোমার কথাতেই আমার ভিক্ষা গ্রহণ হয়েচে। উত্তরীয় দিতে হবে না; পুনর্ব্বার স্কন্ধে রক্ষা কর।

সদা। (সদুঃখে) হা অদৃষ্ট! অতি সামান্য ছিন্ন উত্তরীয় বোলে ব্রহ্মচারী অতিথি গ্রহণ কোল্লেন না। হরি হে! তোমায় বেদশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত কত নামেই দিবানিশি ডাকৃচি; কখন বিষ্ণু, কখন শিব, কখন ব্রহ্মা, কখন ইন্দ্র, কখন অগ্নি, কখন ধর্ম্ম, কখন কালী, কখন সর্ব্বদেব বোলে ডাকৃচি, কিন্তু কই কিছুতেই তুমি আমার আহ্বানবোদনে একবারও কর্ণপাত কোল্লে না। হে মধুসূদন. হে গোবিন্দ, হে কৃষ্ণ, হে জগদীশ্বর! একবার এ দীনের কাতরবচনে কর্ণপাত কর। সম্মুখে ক্ষুধাতুর অতিথি ব্রাহ্মণ, কি ভিক্ষা দান কর্‌বো, তার উপায় কোরে দাও, দয়াময়! (কিয়ৎক্ষণ পরে) কই, দীননাথ. দীনের বাক্যে কর্ণপাত কোল্লে না! হা ভাগ্য! দীন দরিদ্রের প্রতি কেবল মনুষ্য বিমুখ নয়, স্বয়ং ভগবানও বিমুখ। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ)

সত্য। না, ব্রাহ্মণ, দীনদরিদ্রের প্রতি ভগবান কখনই বিমুখ নন। যথাসময়ে তিনি দরিদ্র ভক্তের প্রতি এমন কৃপা করেন যে, দরিদ্র তখন রাজার রাজা।

সদা। মহাশয়, এ আমার পক্ষে স্বপ্নের কল্পনা। ভগবান্‌ও সামান্য মনুষ্যের ন্যায় দরিদ্রের কাতরচীৎকারে বধির। নৈলে সহস্র সহস্র নামে—অসংখ্য অসংখ্য নামে তাঁকে ডাকি, কই তিনি একটিবারও ত আমার কাতরচীৎকারে কর্ণপাত করেন না।

সত্য। আচ্ছা, ব্রাহ্মণ! আমি ভগবানের আর একটি নাম বল্‌চি, তুমি ভক্তিভরে সেই নামে তাঁকে ডাক দিকি। তোমার

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, দুঃখদারিদ্র্য ঘুচে যাবে, অনন্ত আনন্দ লাভ হবে।

সদা। কোন্ নামে ডাক্‌বো ?

সত্য। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ।

সদা। (সবিস্ময়ে) মহাশয়, এ নাম তো কই কখন পূর্ব্বে শুনিনি, অদ্য আমি আপনার প্রমুখাৎ সর্ব্বপ্রথম শ্রবণ কোল্লেম। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ বোলে ডাক্‌লে ভগবান্ সদয় হবেন ?

সত্য। নিশ্চয় সদয় হবেন।

সদা। আচ্ছা, আমি ভক্তিভরে বলি,—জয় সত্যনারায়ণ—জয় সত্যনারায়ণ! (ক্ষণপরে) ব্রহ্মচারী মহাশয়, বাস্তবিক নামের গুণে আমার মনোমধ্যে কি এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লো! এ জন্মে আনন্দের সাক্ষাৎ ভোগ দূরে থাক্,স্বপ্নেও কখন অনুভব করিনি; কিন্তু আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, অবধি নাই, পরিধি নাই। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা, দুঃখ কষ্ট সমস্তই নির্ব্বাণ হয়েচে। আমি যেন আর এই যন্ত্রণাময় পৃথিবীর জীব নই। আমি যেন চিরানন্দময় স্বর্গের দেবতা। (অত্যন্ত আগ্রহে) বলুন, কৃপা কোরে বলুন, আপনি কে ?

সত্য। ব্রাহ্মণ! আমি ভগবান্ সত্যনারায়ণ প্রভুর নাম ও মহিমাপ্রচারক। তুমি যদি দুরাত্মা কলির শাসন হ'তে, পাপের স্রোত হ'তে, সংসারের নিদারুণ জ্বালা যন্ত্রণা, দৈন্যবেদনা হ'তে মুক্তি-লাভের ইচ্ছা কর, তবে ভগবান্ সত্যনারায়ণ দেবের শরণাগত হও, ভক্তিভাবে তাঁর পাদপদ্ম পূজা কর, সত্যব্রত কর, সত্যলীলা প্রচার কর। তা হলে নিশ্চয় ইহলোকে ও পরলোকে অতুল আনন্দ ও অক্ষয় শান্তি করবে।

সদা। ভগবান সত্যনারায়ণের পূজাপদ্ধতি ও ব্রত কিরূপ, অনুগ্রহ কোরে বোলে দিন।

সত্য। সওয়া সের আটা, সওয়া সের চিনি, সওয়া কুড়ি মর্ত্তমান রম্ভা, সওয়া সের দুগ্ধ, সওয়া কুড়ি পান, সওয়া কুড়ি সুপারি দিয়ে পূজা কোর্‌বে। একটি বেদী নির্ম্মাণ কোরে, তদুপরি বস্ত্রাচ্ছাদিত পীঠ স্থাপন কোর্‌বে। সেই পীঠের উপর ছুরিকা, কাটারী বা চন্দ্রহাস অস্ত্র রক্ষা কোরে, উল্লিখিত সওয়াংশ দ্রব্যে ভগবান্ সত্যনারায়ণের পূজা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সত্যনারায়ণগুণগান কীর্ত্তন ও শ্রবণ কোরে প্রসাদ ভক্ষণ কোর্‌বে। ব্রাহ্মণ! ভক্তিভরে এইরূপে সত্যনারায়ণ দেবের পূজা কোল্লে, তোমার সমস্ত দৈন্যদুঃখ নষ্ট হবে, পাপ-রাশি ধ্বংস হবে, পুণ্যরাশি সঞ্চয় হবে, প্রভূত ঐশ্বর্য্য হবে, সমস্ত অসুখ ও আধিব্যাধি বিনষ্ট হবে। অনন্তর অন্তে বৈকুণ্ঠপুরে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ দেবের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ কোর্‌বে।

সদা। (সানন্দে) পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারিন্! আপনার আদেশে ভগবান্ সত্যনারায়ণের পূজা ও সত্যব্রত নিশ্চয় কর্‌বো। অদ্যই পূজার আয়োজন করি গিয়ে।

সত্য। সত্যনারায়ণের শ্রীচরণকমলে তোমার ভক্তি অচলা হোক্। আমি এক্ষণে অন্যত্র প্রস্থান করি।

সদা। প্রভো! উত্তরীয় গ্রহণ করুন্।

সত্য। সত্যনারায়ণের কৃপায় তুমি রাজা হও, তখন ভিক্ষা গ্রহণ কর্‌বো।

[উভয় দিক্ দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশীপুর গ্রাম—সদানন্দ শর্ম্মার কুটীর-সম্মুখ।

ব্রাহ্মণী।

ব্রাহ্মণী। (সদুঃখে) হা কপাল! এখনও তিনি যে ঘরে ফির্‌লেন না। দু দিন উপবাসী আছেন, পথভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে কোথাও মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছেন কি? তাঁর ছাত্র ধুরন্ধরকে তাঁর অন্বেষণে পাঠালেম, সেও তো এখনও ফির্‌লো না। কি-রূপেই বা সন্ধান পাই? হে হরি! আমার স্বামীকে এনে দাও।

ব্রাহ্মণীর পিতৃবেশে ভগবান্ সত্যনারায়ণের বস্ত্রালঙ্কার ও ভোজ্যসামগ্রী লইয়া প্রবেশ।

সত্য। মা, কেমন আছিস্?

ব্রাহ্মণী। (সরোদনে) বাবা, দুখিনী মেয়েকে কি এত কা'ল পরে মনে পড়েচে। একবারও ভুলে তত্ত্ব তাবাস্ কর না। আজ আমি তোমার ছেলে হলে, কতই আদর কোত্তে; মেয়ে হয়েচি বোলে কি একবারও দেখা দিতে নেই?

সত্য। কি কর্‌বো, বাছা, নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে, আস্‌তে অবকাশ পাই নি। তা আর দুঃখ কোরো না, কেঁদো না, মা। আহা, মায়ের আমার অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নেই, পরণে একখানিও ভাল শাড়ী নেই। মা আমার পেট ভোরে খেতে পায় না।

ব্রাহ্মণী। তাই বাবা, মেয়ে বোলে একটিবারও মনে ভাব না।

সত্য। না, মা, আর গঞ্জনা দিস্‌নি। এই উত্তম বস্ত্রালঙ্কার এনেচি, ভাল ভাল ভোজ্যসামগ্রী এনেচি। বস্ত্রালঙ্কার ধারণ কর, বেশ কোরে রন্ধন কর। আমার জামাতা বাবাজী কোথা?

ব্রাহ্মণী। তিনি ভিক্ষেয় গেচেন।

সত্য। হা অদৃষ্ট! আমাকে এও শুন্‌তে হল,—আমার জামাতা ভিখারী। যা হবার হয়েচে, আর ভিক্ষে শিক্ষে কোত্তে হবে না। এবার থেকে আমিই তোদের ভরণপোষণ কোর্‌বো। তুমি রন্ধনাদি কর। আমি জামাতা বাবাজীর সন্ধানে চল্লেম।

ব্রাহ্মণী। বাবা, মুখ হাত পা ধুয়ে একটু বিশ্রাম কর। তিনি এখনি আস্‌বেন।

সত্য। না, মা, আমি অগ্রে সদানন্দ বাবাজীকে অন্বেষণ কোরে আনি। তুমি শীঘ্র নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত কর। (স্বগত) বৎসে! আমি আজ তোর জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর অপূর্ব্ব অতিথি-ভক্তি দেখে ভক্তাধীন হয়েচি। তাই স্বয়ং তোর পিতার রূপ ধারণ কোরে, এই সব বস্ত্রালঙ্কার, ভোজ্যবস্তু স্বয়ং বহন কোরে এনেচি। মা গো! আমি চিরদিন ভক্তাধীন; ভক্ত বই আমার কেউ নেই; ভক্ত কষ্ট পেলে আমি নিতান্ত অধীর হই। হরির ভক্ত মর্ত্ত্যলোকে আর্ত্ত হোয়ে কষ্ট পাবে, আর হরি বৈকুণ্ঠের রত্ন-সিংহাসনে সুখভোগ কোর্‌বে? তা কখনই হ'তে পারে না। থাক্ আমার স্বর্গ সিংহাসন চিরশূন্য হয়ে। আমি ভক্তমঙ্গলের জন্য চিরকাল মর্ত্ত্যলোকে ভ্রমণ কর্‌বো।

ব্রাহ্মণী। (একখানি ভগ্ন ব্যজন লইয়া) বাবা! তোমার বড় ঘাম হয়েচে। বৃদ্ধ বয়সে অনেক দূর হেঁটে এসেচ। আমি একটু বাতাস করি। (তদ্রূপ করণ)

সত্য। (স্বগত) বৎসে! আমাকে যেমন ভক্তিভাবে ব্যজন কোরে শীতল কচ্চিস, সেইরূপ তোরা পতিপত্নী যাবজ্জীবন শীতল হবি। (প্রকাশে) থাক্ মা, বিলম্ব হচ্চে, আমি সদানন্দ বাবাজীকে ডেকে আনি। দেখ্ মা, একটা কথা বোলে যাই, তুই সদানন্দ বাবাজীর সঙ্গে ভক্তিভরে শ্রীশ্রীভগবান্ সত্যনারায়ণ দেবের পূজা করিস্, তা হলে তোদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হবে, সমস্ত অমঙ্গল ঘুচে যাবে।

ব্রাহ্মণী। বাবা! সত্যনারায়ণ কোন্ দেবতা?

সত্য। সত্যনারায়ণ স্বয়ং জগদীশ্বর ভগবান্ হরি। স্বর্গে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, কুবের, যম প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতা তাঁর পূজা করেন। তাঁরই কৃপাগুণে আমার গৃহে লক্ষ্মী সরস্বতী চিরবিরাজমানা। কলিকালে তাঁর পূজাই একমাত্র সারধর্ম্ম। আমি তাঁরই ব্রত পূজা কোরে, এই সব বস্ত্রালঙ্কার, ধন সম্পত্তি লাভ কোরেচি।

ব্রাহ্মণী। তিনি এমন জাগ্রত দেবতা! আমি অবশ্য স্বামীর সঙ্গে ভগবান্ সত্যনারায়ণের পূজো কোর্‌বো। তাঁর পূজোর নিয়ম কিরূপ?

সত্য। তোমার স্বামীকে পূজার নিয়ম বোলে দেবো। অগ্রে তাঁকে ডেকে আনি। আর বিলম্ব কোর্‌বো না। তুমি রন্ধনশালায় যাও।

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণী। বাবা আমার ভগবান্ সত্যনারায়ণ ঠাকুরের পূজো কোরে এই সব অলঙ্কার পেয়েচেন। ঠাকুর তো খুব জাগ্রত।

এমন ঠাকুরের পূজো কোর্‌বো না তো কার পূজো কোর্‌বো। যাই বাবার আদেশে এই সব বসন ভূষণ ধারণ করিগে।

[বস্ত্রালঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান।

সদানন্দ শর্ম্মার প্রবেশ।

সদা। (ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া) ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মুখে ভগবান্ সত্যনারায়ণ দেবের নাম ও মহিমা শ্রবণ কোরে, আমার আর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, শ্রান্তি ক্লান্তি নাই। বিশেষ আনন্দ ও আরাম অনুভব কচ্চি। পতিপ্রাণা ব্রাহ্মণীকেও ভগবান সত্য-নারায়ণের নাম শ্রবণ করাই। তিনিও আমার ন্যায় পরিতৃপ্ত হবেন।

দূরে ধুরন্ধরের প্রবেশ।

ধুর। (বিরক্তভাবে) খালি পেটে হেঁটে হেঁটে, গেঁটে বাত ধোর্‌লো। গুরু ঠাকুর যে কোন্ রাজ্যে ভিক্ষে কোত্তে গেলেন, কিছুই খোজ খবর পাওয়া গেল না। মা ঠাক্‌রোণ বোল্লেন, 'বাবা ধুরন্ধর, অমুক অমুক স্থানে খুজে এস।' তাঁর কথায় কত শত অমুক স্থানে খুজ্‌লেম, তবু ঠাকুরের দেখা নাই। ঠিকানাটা বোলে যেতে হয়, তা হ'লে আর দায়ে ঠেক্‌তেম না। মা ঠাক্‌রোণ বা গেলেন কোথা? (ইতস্তত দেখিতে দেখিতে সলজ্জে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, এই যে এখানেই গুরু ঠাকুর বোসে আচেন। আমার কড়া কথার আগাগোড়া সবই শুনেচেন বোধ হয়। (প্রকাশে) গুরুদেব! এসেচেন, ভালই হয়েচে। আমি আপ-নাকে খুজে খুজে কাবু হয়ে পড়েচি। মা ঠাক্‌রোণও অস্থির হয়েচেন।

সদা। বাপু ধুরন্ধর! কিঞ্চিৎ জল আন, পদপ্রক্ষালন করি।

ধুর। তা আন্‌চি, কিন্তু একটা নিবেদন আছে।

সদা। কি বোল্‌বে বল?

ধুর। আমি আজই দেশে যাব।

সদা। কেন?

ধুর। আমার বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন নাই।

সদা। সে কি? ব্যাকরণ খানা শেষ কোরে দেশে যেও।

ধুর। ব্যাকরণ অকারণ।

সদা। অকারণ কি, রে ধুরন্ধর?

ধুর। অকারণ নয় তো কি, মহাশয়? যে যত লেখাপড়া শেখে, সে ততই কষ্ট পায়। আপনিই তার সাক্ষী। আপনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি দুঃখদণ্ডিত। আমি বেশ বুঝেচি, বিদ্যা উপার্জ্জন কোল্লে অর্থ উপার্জ্জন হয় না, উপার্জ্জন হয় মর্ম্মান্তিক দুঃখদারিদ্র্য। কলিকালে বিদ্যা বা বিদ্বানের কে গৌরব করে? তা যদি কোত্তো, তবে কি আপনাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কোত্তে হোতো? তাই ছাই ভিক্ষাও মেলে কই? এই তো সারা দিনটে শতেক দ্বারে "ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি" বোলে ঘুরে এলেন, তবুও আপনার ভিক্ষের ঝুলি থালি। তাই বোল্‌চি, ঠাকুর, আমার বিদ্যাশিক্ষাতেও প্রয়োজন নাই, ভিক্ষাশিক্ষাতেও দরকার নাই। দেশে গিয়ে, দাঁতে দাঁত দিয়ে, মাটি কাম্‌ড়ে পোড়ে থাকি, সেও ভাল।

সদা। চিরদিন সমান যায় না, বাপু। ভগবান্ এক দিন নিশ্চয়ই দরিদ্রকে দয়া কোর্‌বেন।

ধুর। ভগবান্ কালা, ভগবান্ কাণা, নৈলে আমাদের গুরু-

শিষ্যের এমন দশা কেন হবে? হায় হায়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিষ্য হয়ে আমার আঁৎ শুকিয়ে গেল—দাঁত শূলিয়ে গেল—হাত কালিয়ে গেল—কাৎ হয়ে পড়্‌লেম। আজ্ঞা দিন, বিদায় হই। সব সইতে পারি, কিন্তু পোড়া পেটের জ্বালা সয় না।

সদা। স্থির হও, বাপু, তোমার ক্ষুধা নিবারণ কচ্চি।

ধুর। (স্বগত) খালি ঝুলীর নেকড়া চিবুতে দেবেন বুঝি। (প্রকাশে) গুরুদেব! শুষ্ক সান্ত্বনায় জঠরানল দ্বিগুণ মাত্রায় জ্ব'লে ওঠে।

সদা। তুমি শীঘ্র একটা কার্য্য কর।

ধুর। সে কার্য্যে হাঁটাহাটি নাই তো? খালি পেটে আর হাঁটতে পারিনি, ঠাকুর!

সদা। বেশী হাঁটতে হবে না।

ধুর। তবু একটুও তো?

সদা। আমি সঙ্গে যাব।

ধুর। (স্বগত) তবেই পেট্ ভোর্‌বে আর কি! (প্রকাশে) সঙ্গে গিয়ে কি কর্‌বেন? কাজটা কি বলুন?

সদা। বাসন কখানা ব্রাহ্মণীর নিকট হ'তে আনয়ন কর।

ধু। বাঁধা দেবেন না কি?

সদা। না।

ধুর। তবে বিক্রয় কর্‌বেন বুঝি?

সদা। হাঁ।

ধু। না, মহাশয়, আমার পেটের জ্বালা জুড়িয়ে গিয়েচে। আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য আপনি এমন কাজ কোর্‌বেন না।

সদা। অন্য প্রয়োজন আছে।

ধুর। (স্বগত) আমি জানি, উনি আবার আমার পেটের জ্বালা ঠাণ্ডা কর্‌বেন। ভোয়া পেট! হাওয়া খা—হাওয়া খা!

সদা। ও ধুরন্ধর! শীঘ্র আন।

ধুর। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

সদা। বাসন ক'খানা বিক্রয় কোরে যে অর্থ লাভ হবে, তাতেই ভগবান্ সত্যনারায়ণ প্রভুর পূজাসামগ্রী ক্রয় কোর্‌বো।

বেগে ধুরন্ধরের পুনঃপ্রবেশ।

সদা। ওরে, বাসন কই?

ধুর। বাসন নেই।

সদা। বাসন নেই কি?

ধুর। বাসন স্থলে বসন ভূষণ।

সদা। তুই কি উন্মত্ত হয়েচিস্?

ধুর। (স্বগত) আমি যে অবাক্ হলেম গা! কর্ত্তা মশায় ভিক্ষে করে, লক্ষ টাকা গিন্নী পরে। (প্রকাশে) প্রভু, মা ঠাকৃরোণ অমন অমন ভূষণ পেলেন কোথা?

সদা। কি পাগলামী কচ্চিস্?

ধু। প্রভু, একবার রন্ধনশালায় যান। (নেপথ্যে ভূষণশব্দ শুনিয়া) আজ্ঞে, আর যেতে হবে না। মা ঠাকৃরোণ নিজেই আস্‌চেন।

বসনভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

সদা। (দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে) ব্রাহ্মণি! এ কি? তুমি চির-

ভিক্ষুকের পত্নী, তোমার এ কি বেশভূষা! আমার বড় সন্দেহ হচ্চে।

ব্রাহ্মণী। স্বামিন্, সন্দেহের কি কাজ করেচি?

সদা। (বিরক্তিসূচক রোষে) সন্দেহের বাকিই বা কি? তুমি নিশ্চয় যৌবনমদে মত্ত হয়ে কুলকলঙ্কিনী হয়েচ। কোন ধনী পরপুরুষের প্রণয়াসক্তা হয়েচ। লোকসমাজে আমি কোন্ লজ্জায় আর মুখ দেখাব? ধিক্ আমাকে! ছি ছি, আমার পত্নী দ্বিচারিণী।

ব্রাহ্মণী। না, স্বামিন্, এমন কথা বোলো না। আমি দ্বিচারিণী নয়।

সদা। ধিক্ তোকে! সতীত্বরত্নের চেয়ে এই যৎসামান্য পার্থিব রত্ন কি তোর পক্ষে মূল্যবান্ হল? বিষপানে, উদ্বন্ধনে বা জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন কোত্তে তোর সাহস হল না? আমাকে অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং জীবন্মৃত কোত্তে তোর প্রবৃত্তি হল? আমি ভিক্ষুক স্বামী বোলে আমার সর্ব্বনাশ করা কি তোর উচিত হল? নারীহত্যা মহাপাপ, নতুবা এখনি তোকে শতখণ্ডে খণ্ডবিখণ্ড কোত্তেম। থাক্ তুই পাপিয়সি! আর তোর পাপ মুখ দর্শন কোর্‌বো না। যে দিকে দু চক্ষু যায়, সেই দিকে চল্লেম। আর তুই আমার পত্নী নহিস্। (গমনোদ্যোগ)

ব্রাহ্মণী। (সদানন্দের পদমূলে পতিত হইয়া) স্বামিন্! ভগবান্ সত্যনারায়ণ সাক্ষী, আমি ভ্রষ্টা নই। আমি তোমার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী।

সদা। (সবিস্ময়ে) কি বোল্লি? কে সাক্ষী?

ব্রাহ্মণী। ভগবান্ সত্যনারায়ণ।

সদা। এ নাম তুই পেলি কোথা?

ব্রাহ্মণী। আমার পিতা এসেচেন।

সদা। কোথা তিনি?

ব্রাহ্মণী। তোমাকে অন্বেষণ কোত্তে গেচেন।

সদা। তার পর?

ব্রাহ্মণী। তিনিই আমাকে এই সমস্ত বসনভূষণ দিয়েচেন। তা ছাড়া নানাবিধ ভোজ্যবস্তুও এনেচেন। রন্ধনশালায় দেখ্‌বে চল। স্বামিন্, আমার পিতাই আমায় ভগবান্ সত্যনারায়ণের নাম শুনিয়েচেন।

সদা। (ক্ষণকাল ভাবিয়া) পত্নি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি ভ্রমান্ধ হয়ে তোমাকে নানাবিধ কটুকাটব্য বলেচি। কিছু মনে কোরো না। ব্রাহ্মণি! আমি এতক্ষণে বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমার ব্রহ্মচারী অতিথি এবং তোমার পিতা আর কেউ নয়, সাক্ষাৎ ভগবান্ সত্যনারায়ণ হরি। তিনি আমাদের উভয়কে দর্শন দিলেন, কিন্তু আমরা মোহান্ধ, তাঁকে চিন্‌তে পাল্লেম না। (কৃতাঞ্জলিপুটে) দয়াময় সত্যনারায়ণ! একবার দর্শন দাও, প্রভু হায় হায়, যাঁর দর্শন পাবার জন্য কোটি কোটি যোগী ঋষি যাব-জ্জীবন যোগপরায়ণ হয়েও কৃতকার্য্য হন না, আমরা অনায়াসে তাঁর শ্রীমূর্ত্তির দর্শন পেয়েও ভাগ্যদোষে হারালেম। কলির জীব মহাপাপী। প্রভু! প্রভু! সত্যনারায়ণ! হরি! আর একবার দেখা দাও, দীনবন্ধু! (ভাবিয়া) কই, পত্নি! ভগবান্ যে আর প্রসন্ন হলেন না।

ব্রাহ্মণী। স্বামিন্ ... সকলে মিলে তাঁর অনুসন্ধান করি।

সদা। ছলনাময় ছলনা কোরে চোলে গেচেন। আর কি তাঁর দেখা পাব ?

ব্রাহ্মণী। তবুও চলুন। ধুরন্ধর! তুমিও এস।

ধুর। আমার পা টন্‌টন্ কোচ্চে। হাঁটতে পারবো না।

[সদানন্দ শর্ম্মা ও ব্রাহ্মণীর প্রস্থান।

মা ঠাক্‌রোণ কি চালাক! বাবা ঠাকুরকে একবারে বোকা বানিয়ে দিলে গা! সত্যনারায়ণ আবার কোন্ ঠাকুর ? যেমন দেবা, তেম্নী দেবী। দুটোতেই সত্যনারাণ সত্যনারাণ কোরে ছুটলো গা।

কতিপয় গ্রাম্য লোকের প্রবেশ।

১ম গ্রাম্য লোক। ওহে ধুরন্ধর! সদানন্দ ঠাকুর কাকে তর্জ্জন গর্জ্জন কচ্ছিলেন ?

ধুর। মা ঠাক্‌রোণকে।

২য় লোক। কেন ?

ধুর। সে অনেক কথার কথা।

১ম লোক। তবু ?

ধুর। আমি এখন ক্ষুধায় কাবু।

১ম লোক। ক্ষুধাতৃষ্ণা, জন্মমৃত্যু কার নেই ?

ধুর। নেই ভগবানের। ভগবানের কাছে গিয়ে গুরুঠাকুরের তর্জ্জন গর্জ্জনের কারণ জিজ্ঞাসা কর। আমায় বকিও না, বাবু।

১ম লোক। যেমন [illegible], তেম্নি চেলা।

২য় লোক। [illegible] তায় ছেঁদা মালা।

ধুর। ভাল [illegible] কেন কর ঝালাপালা ?

১ম লোক। ওহে ধূবন্ধর! কেবল ব্যাকরণ পড়্‌চো, না লঅঙ্কার?

ধুর। অলঙ্কার এ কপালে ঘট্‌বার নয়, মা ঠাক্‌রোণের কপালে অলঙ্কার। শুধু অলঙ্কার নয়, বস্ত্রেণ সহ।

১ম লোক। কি উল্টো বক্‌চো?

ধুর। এখনি পাল্টা দেখবে। একটুখানিক বোচেপে সো।

২য় লোক। কতদূর ব্যাকরণ?

ধুর। কেন বক অঁকারণ?

১ম লোক। সন্ধি শেষ হয়েচে?

ধুর। সন্ধ্যে বেলা হবে।

১ম লোক। সমাস?

ধুর। এখনও ছ মাস।

১ম লোক। কৃদন্ত?

ধুর। আগে পড়ুক দন্ত।

সদানন্দ শর্ম্মা ও ব্রাহ্মণীর প্রপুনঃবশ।

সদা। পত্নি। হারানিনিধি কি আর পাওয়া যায়?

১ম লোক। ওগো ঠাকুর! ব্রাহ্মণীর আজ এ কি বেশ? বেশ বেশ! ভাল, ঠাকুর! তোমার যদি এত বিষয় আশয়, তবে ভিক্ষে কর কেন?

সদা। ব্রাহ্মণ যে জাতভিখারী, ব।

১ম লোক। না, আরও কিছু।

সদা। অবশ্য।

১ম লোক। শুনতে পাই নিকি?

সদা। শোনা দূরে থাক্, দেক্তে পাবে।

১ম লোক। বলেন কি? কি দেখ্‌বো?

সদা। যাঁর কৃপায় আমার ব্রাহ্মণীর অঙ্গে আজ অমূল্য বসনভূষণ, তাঁর পূজা। তোমরা সকলে কিছুকাল অপেক্ষা কর, তাঁর প্রসাদ দেবো।

১ম লোক। কে তিনি? কোন দেবতা না কি?

সদা। বাবা, দেবতা বোলে দেবতা, সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা।

১ম লোক। সে দেবতার নাম?

সদা। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ।

১ম লোক। সত্যনারায়ণ? এ আবার কোন্ নতুন দেবতা?

সদা। নূতন নয়, বাবা! সত্যনারায়ণ পুরাতন, সনাতন। তোমরা সকলে আমাদের পতিপত্নীর মত সত্যনারায়ণকে ভক্তি কর, পূজা কর, সত্যব্রত কর, পূর্ণ মঙ্গল হবে।

১ম লোক। সত্যনারায়ণের বাস্তবিক এমন ক্ষমতা?

সদা। বাস্তবিক।

১ম লোক। আচ্ছা, আমরা তোমার সত্যনারায়ণের ব্রত-পূজা কোর্ত্তে পারি, যদি আমরা তাঁর ক্ষমতার কোন একট প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই।

সদা। (স্বগত) দয়াময় ভগবন্ সত্যদেব! সত্যরূপে প্রকাশ হও। এই সন্দিগ্ধদের সন্দেহ দূর কর। আমার মুখ রক্ষা কর। দোহাই প্রভু, দোহাই তোমার। (প্রকাশে) আচ্ছা, বাবা! তোমরা ভগবান্ সত্যনারায়ণের নাম স্মরণ কোরে, তাঁর কি ক্ষমতা দেখ্‌তে চাও, বল?

১ম লোক। আচ্ছা, ঠাকুর, তোমার এই ভাঙা কুঁড়ে ঘর সত্যনারায়ণের কৃপায় বৃহৎ অট্টালিকা হয়ে যাক দিকি, তা হলে সত্যনারায়ণকে সত্য জাগ্রত দেবতা বোলে তোমাদের মত আমরাও তাঁর সেবক হব।

সদা। (কৃতাঞ্জলিপুটে) জয় ভগবন্ সত্যময় সত্যনারায়ণ! তোমার কৃপায় আমার কুটীর বৃহৎ অট্টালিকা হোক্।

(সহসা সদানন্দ শর্ম্মার কুটীর অট্টালিকা হওন)

গ্রাম্য লোকগণ। (সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! বৃহৎ মনোহর অট্টালিকাই তো!

১ম লোক। ঠাকুর! আর আমাদের সন্দেহ নাই। আমরাও শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের ভক্ত হলেম।

সকলে। জয় প্রভু সত্যনারায়ণ!

সদা। (সহাস্যে) ধুরন্ধর! এইবার তুমি বাড়ী যাও। এখানে থাক্‌লে পেটের জ্বালায় বড় কষ্ট পাবে। যাও দেশে যাও।

ধুর। আজ্ঞে, না গুরুদেব! অমন আদেশ কোর্ব্বেন না। আমি এ জন্মে আর দেশে যাব না।

সদা। (সহাস্যে) ভিখারীর নিকট কিছু খেতে পাবে না যে, বাবা।

ধুর। আপনি ভিখিরী! আপনাকে যে ভিখিরী বলে, তার সাতগুষ্টি ভিখিরী। আপনি রাজার রাজা। যাঁর এত বড় কোঠা বাড়ী, তাঁর কাছে দিনে রেতে দশবার চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় কোরে দিব্য প্রসাদ পাবো।

সদা। (সহাস্যে) না বাপু, তুমি বাড়ী যাও।

ধুর। আজ্ঞে, তার চেয়ে যমের বাড়ী যেতে বলুন।

সদা। এখানে থাক্‌লে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হবে।

ধুর। কেন, ঠাকুর ?

সদা। একে আমার সেবা কোত্তেই তুমি বিরক্ত হও, কষ্ট পাও; তাতে আবার সত্যনারায়ণের সেবা কোত্তে হবে।

ধুর। আমি দিনরাত সত্যনারায়ণ ঠাকুরের সেবা কোর্‌বো। বলুন্ কি কোত্তে হবে ?

সদা। চল সত্যনারায়ণের পূজার আয়োজন করি গিয়ে। তোমরাও এস বাবা সকল!

১ম লোক। চলুন, ঠাকুর!

সদা। ব্রাহ্মণি! তুমিও এস। আজ সস্ত্রীক ভগবান্ সত্য-নারায়ণের ব্রত পূজা করি।

[সকলের প্রস্থান।

গাহিতে গাহিতে কাষ্ঠকেতু ও অন্যান্য
কাঠুরিয়াগণের প্রবেশ।

সকলে। (গীত)

জঙলা—তাল কার্‌ফা।

বন জঙ্গল থাক্ রে বেঁচে।
মাগ ছেলেকে খাওয়াই মোরা
তোদের পুঁজি লেক্‌ড়ী বেচে॥
হাট বাজারে নিতুই গিয়ে,
কাঠের বদল চাউল নিয়ে,
পেটটা ভোরে ভাতটা খেয়ে,
বেড়াই সুখে গেয়ে নেচে॥

ঝক্‌মারি ছাই চাক্‌রি করা,
হতে হয় ভাই জ্যান্তে মরা,
তার চেয়ে খুব স্বাধীন মোরা,
এর চেয়ে সুখ আর কি আছে ?

কাষ্ঠকেতু বা ১ম কাঠুরিয়া। ওরে ভাই, এ কোন্ দিকে এলুম ? সদানন্দ ঠাউরের কুঁড়ে ছাড়িয়ে এলুম কি ?

২য় কাঠু। আরে না না; এই ঠেঁয়েই তো সদাই ঠাউরের কুঁড়ে ঘরখান ছ্যালো।

১ম কাঠু। ছ্যালো তো কম্‌নে গ্যালো ? এই বড় ইমারৎ খান বানালে কেটা ? ঠাউরকে কেউ তাড়িয়ে দে পাকাবাড়ী বানিয়েচে না কি ?

২য় কাঠু। আমার মনে তেম্নি লাগে যে ভাই।

১ম কাঠু। তবে উপায় ? ঠাউর কোন্ দেশে গ্যালো ? কাঠের দেড়টা পয়সা দেয় কেটা ?

২য় কাঠু। তাই তো রে শালা ! এক আধটা নয়, একেবারে দেড় দেড়টা পয়সা ! বামনা বড্ডা ফাঁকি দিলে রে।

ধুরন্ধরের প্রবেশ।

১ম কাঠু। এই যে চেলা ঠাউরটি ফুট্ কোরে এসে পড়্‌লো। ভাল একেই একবার পুছি। ওগো ধুম্‌ধুম ঠাউর, বড় ঠাউরটি কম্‌নে ?

ধুর। কেন ?

১ম কাঠু। তরশুকার দরুণ তিন আঁটী কাঠের দাম দেড়টা পয়সা পাবো।

ধুব। দেড় পয়সার জায়গায় এইবার দেড় শো টাকা পাবি।

১ম কাঠু। (সবিস্ময়ে) ইঁ! বল কি, ধুমধুম ঠাউর! বপ ঠাউরটি কি এই জমীদারের বাড়ীর দেওয়ানজী হয়েচে?

ধুব। দেওয়ানজী কি রে? বড় ঠাকুরেরই যে এই মস্ত কোঠা বাড়ী।

কাঠুরিয়াগণ। আরে বাপ্! ইস্!

১ম কাঠু। বলি, হাঁা গা ধুমধুম ঠাউর! বড় ঠাউরটি কি ভোজ্‌ভেল্কী জানে? কুস্‌মন্তর জানে?

ধুব। কেন এ কথা বল্‌চিস্?

১ম কাঠু। নৈলে কাল্‌কের কুঁড়ে আজ্‌কে মস্ত পাক্কা ইমারং হলো কি কোরে?

ধুব। সত্যনারায়ণ ঠাকুরের কৃপায়।

১ম কাঠু। সত্যিনারাণ ঠাউর কেটা?

উত্তম পরিচ্ছদযুক্ত হইয়া সদানন্দ শর্ম্মা, ব্রাহ্মণী ও গ্রাম্য নরনারীগণের প্রবেশ।

কাঠুরিয়াগণ। পেন্নাম হই, ঠাউর মশয়! সত্যিনারাণ ঠাউর কেটা, ঠাউর?

সদা। কাঠুরিয়াগণ! সত্যনারায়ণ কলির জাগ্রত দেবতা।

১ম কাঠু। জাগন্ত দেবতা না হোলে কি আপনকার কুঁড়ে ঘর খান এত বড় পাকা ইমেরৎ হয়? আমরাও সত্যিনারাণ ঠাউরের পূজো কোর্‌বো। আর কাঠ কাঠতে পারিনি। সেই ঠাউরের পুজোর বিধিটে বোলে দাও, ঠাউর, তোমার পায়ে গড় করি।

সদা। আমরা এই তাঁর পূজা কোরে এলেম। তোদেরও

সত্যব্রতবিধি বোলে দেবো। এখন সত্যনারায়ণের এই প্রসাদ এনিচি, ভক্তিভরে ভক্ষণ কর্, মঙ্গল হবে।

(কাঠুরিয়াগণের হস্ত পাতিয়া প্রসাদ গ্রহণ ও ভক্ষণ)

১ম কাঠু। বা, বড় মিষ্টি পেসাদ তো। আটা, গুড়, কলা, দুধ; বা ভারি চমৎকার পেসাদ তো; বেশ খেতে মিষ্টি। আর একটু দাও, ঠাউর!

২য় কাঠু। আমাকেও দাও।

অন্যান্য কাঠুরিয়াগণ। (একে একে) আমাকে দাও। আমাকে একটু বেশী কোরে দাও। আমাকে একটা বাটী কোরে এক বাটী পূরোপূরি দাও। (সকলের পুনঃপুনঃ প্রসাদ গ্রহণ ও ভক্ষণ)

১ম কাঠু। ওরে, সকলে মাথায় হাত মোছ্। জয় বাবা সত্যিনারাণ ঠাউর!

সদা। আমরা অনেকে একত্র হয়েচি। এস এইবার সকলে মিলে জগদীশ্বর সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান্ সত্যনারায়ণের নাম গান করি।

সকলে। (গীত)

কীর্ত্তন।

জয় জয় সত্যময় সত্যরূপ সত্যসখা।
সত্যভক্ত ভৃত্যগণে সত্যালোকে দাও হে দেখা।
মিথ্যাপূর্ণ কলিকালে,
পাপজ্বলনে জ্বলি সকলে,
শান্তিসলিল প্রাণে ঢেলে,
মুঞ্চ কোটি পাপরেখা॥

কাতর প্রাণে ডাকি তোমারে,
লয়ে চল ভবের পারে,
তুমি বিনে কে আর তারে,
জীবজীবন হরি হে ;—
কলির গর্ব্ব খর্ব্ব কারণ,
ধরিলে মূর্ত্তি সত্যনারায়ণ,
মনোহর নাম অমিয়মাখা ॥

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রত্নাবতীপুর—লক্ষপতি সদাগরের আলয়।

লক্ষপতি।

লক্ষ। বহু দিনের কথা, সেই এক দিন বাণিজ্যযাত্রার সময় সমুদ্রতীরে এক নূতন দৃশ্য নিরীক্ষণ করেছিলেম। মহারাজ উল্কামুখ এবং তাঁর পট্টমহিষী ভদ্রশীলা পুত্রকামনায় সত্যনারায়ণের পূজা কচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌তে পেরেছিলেম যে, তাঁরা সদানন্দ নামক একজন ব্রাহ্মণের নিকট হ'তে সত্যনারায়ণব্রতপূজাপদ্ধতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আরও শুনেছিলেম, সদানন্দ ব্রাহ্মণই নাকি সত্যনারায়ণদেবের সর্ব্বপ্রথম উপাসক। তাঁ হ'তেই কলিযুগে সর্ব্বপ্রথমে সত্যব্রত প্রচারিত হয়েচে। আমি উক্ত রাজা রাণীর বাক্যে আশান্বিত হ'য়ে, তাঁদিগে বলেছিলেম, যদি আমার একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্না কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তবে আমি অচল বিশ্বাসের সহিত সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা করবো। বাঞ্ছাও পূর্ণ হয়েচে। আমার স্নেহের কলাবতী আমার ইচ্ছানুরূপিণী কন্যা। কিন্তু বাণিজ্য-ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে আমি নিজে আজিও সত্যনারায়ণের ব্রত করবার সময় পাইনি। আমার পত্নী লীলাবতী ও কন্যা কলাবতী সত্যদেবের ব্রতাদি কোরে থাকে বটে, কিন্তু আমার অবসর হয় না। কন্যালাভের পর মনে করেছিলেম, কন্যার একটি উপযুক্ত পাত্রের সহিত যদি

শুভ বিবাহ সংঘটিত হয়, তা হ'লে নিশ্চয় তখন শত সহস্র কার্য্য ফেলেও, সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা কর্‌বো। যথাকালে কাঞ্চন-নগরবাসী সদাগরপুত্র কঙ্কণকুমারকে আমার কন্যার অনুরূপ জামাতাও পেলেম, কিন্তু বাণিজ্যের ব্যাপার এত বেড়ে উঠ্‌লো যে, তখনও সত্যব্রতাচরণের অবকাশ পেলেম না। আজ পর্য্যন্তও তিলমাত্রও অবসর নাই যে, সত্যনারায়ণের ব্রত করি। অদ্যই আবার রত্নসারপুরে বাণিজ্যোদ্দেশে যাত্রা ক'ত্তে হবে। বাণিজ্যতরণী নদী ঘাটে প্রস্তুত রয়েচে। এখন সত্যব্রত কর্‌বার অবসর নাই। বাণিজ্যযাত্রা করি। এর পর অবসর পাইতো, তখন সত্যব্রত কর্‌বার চেষ্টা করা যাবে।

কঙ্কণকুমারের প্রবেশ।

কঙ্কণ। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী আপনার সঙ্গে আমাকে যেতে নিষেধ কচ্চেন।

লক্ষ। কেন, বৎস?

কঙ্কন। তিনি বল্‌চেন, তোমার শ্বশুর মহাশয় কারই নিষেধ শোনেন না। এত ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়েচে, তবু তাঁর ধনাশার তৃপ্তিসাধন হয় না। তিনি আজ কত বৎসর ধোরে সত্যব্রত করি করি কোরেও কোল্লেন না। কেবল তাঁর দিবানিশি বাণিজ্যচিন্তা। তিনিই একাকী বাণিজ্যে যান, তুমি যেও না। আমরা মাতাকন্যায় মিলে তোমার সহিত প্রভু সত্যনারায়ণের পূজা করি।

লক্ষ। বটে! অগ্রে ধনাগমের চেষ্টা করা উচিত, না সত্যনারায়ণের ব্রত করা উচিত? আমরা সদাগর, অগ্রে আমাদের

বাণিজ্যে অর্থ সঞ্চয় করা চাই। সত্যব্রত ব্রত এর পর হবে। তুমি এখন আমার সঙ্গে রত্নসারপুরে চল। এখন থেকে বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা না কর্‌লে কোর্‌বে কবে, বাপু? স্ত্রীলোকের কথায় সকল সময় কান দিতে নাই।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। স্বামিন্! আমার অনুরোধ রাখ্‌লে কি?

লক্ষ। লীলাবতি! জামাতাকে বাণিজ্য শিক্ষা দেবার এই এক সুসময়। এখন জামাতাকে গৃহে রেখে যেতে পারি না।

লীলা। তোমার ঐশ্বর্য্যের অভাব কি?

লক্ষ। অভাব সম্পূর্ণ। তুমি কি জান না, দশপতি শতপতি হ'তে চায়, শতপতি সহস্রপতি হ'তে ইচ্ছা করে, সহস্রপতি লক্ষপতি হ'তে আকাঙ্ক্ষা করে, আবার লক্ষপতি কোটীপতি হ'তে উৎসুক হয়।

লীলা। আমার ইচ্ছা, তুমি আর কোথাও যেয়ো না। শেষ-কালটা ভগবান্ সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা কোরে কাটাও।

লক্ষ। আমি এখন লক্ষপতি, অগ্রে কোটীপতি হই, তার পর সত্যনারায়ণের ব্রত কর্‌বো। এখন শুভ যাত্রার সময় আর বাধা দিও না। বৎস কঙ্কণকুমার! আমি অগ্রসর হলেম, তুমি শীঘ্র নদীঘাটে এস।

[প্রস্থান।

লীলা। বাবা! কিছুতেই তুমি ওঁকে বুঝুতে পাল্লে না?

কঙ্কণ। মা ঠাকুরাণি! বাঁধ ভগ্ন হলে জলস্রোতের অনিবার্য্য গতি নিবারণ করা অসাধ্য।

লীলা। তোমার কোন্ ইচ্ছা অগ্রে? সত্যনারায়ণের পূজা না বাণিজ্য?

কঙ্কণ। বাণিজ্যই অগ্রে করা উচিত। অর্থই সর্ব্বমূল।

লীলা। সেটা তোমাদের ভুল।

কঙ্কণ। না, মা! অর্থই সর্ব্বপ্রধান।

লীলা। তবে আর কি বল্‌বো, বাবা? যা ভাল বোঝো, তাই কর।

কঙ্কণ। মা! প্রণাম করি, বিদায় দিন।

লীলা। প্রভু সত্যনারায়ণ তোমাদের মতিভ্রম দূর করুন্।

[প্রস্থান।

গাহিতে গাহিতে কলাবতীর প্রবেশ।

কলা। (গীত)

সৈন্ধবী—কাওয়ালী।

এ কি শুনি, গুণমণি, অনাথিনী কোরে মোরে।
বাণিজ্যের তরে নাকি যাবে রত্নসারপুরে॥
সামান্য রত্নের লাগি,
তুমি হবে গৃহত্যাগী,
অসামান্য রত্ন তুমি,
ছাড়িব তোমায় কি কোরে॥
দাসীর মিনতি রাখ,
যেয়ো না হে, গৃহে থাক,

ও তব চরণ দুটি
সেবিব হৃদয়ে ধোরে।
স্বামী বিনে অবলার,
সংসারে কে আছে আর;
তুমি কায়া, আমি ছায়া,
যেয়ো না ফেলে আমারে ॥

কঙ্কণ। (গীত)

টৌড়ী-ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

শান্তিময়ি, শান্ত কর অশান্ত চিত তোমার।
যাত্রাকালে নয়ন-জলে ভেস না ভেস না আর ॥
প্রফুল্ল নয়নে চাও, হাঁসিমুখে বিদায় দাও,
অল্পদিনে, সুহাসিনি, আসিব ফিরে আবার ॥
যেখানে সেখানে রহি, তোমাছাড়া আমি নহি,
দ্বিতীয় প্রাণের সম তুমি মম অনিবার ;—
বিধুমুখি, আসি তবে, আবার সাক্ষাৎ হবে,
সুখে থাক, সুখময়ি ! ঘুচে যাক্ দুখভার ॥

[প্রস্থান।

কলা। (কৃতাঞ্জলিপুটে) (গীত)

শ্রী—জলদ একতালা।

দেখো হে নাথে, সাগর পথে,
পিতার সাথে, হরি হে।

বিপদ যেন, না ঘটে কোন,
মিনতি শ্রীপদে করি হে ॥
শূন্য ব্যোমে, সলিল ভূমে,
করুণা তোমার ধায় হে ;—
রক্ষ রক্ষ, পঙ্কজাক্ষ,
দিয়ে চরণ-তরী হে ॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতট।

নদীবক্ষে ভাসমান্ বাণিজ্য-পোত।

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণ।

সত্য। কি আশ্চর্য্য!
লক্ষপতি সদাগর ধনলোভে মজি
না ভজিল আজো মোরে।
দুইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া,
ধনলোভে ফেলিল টুটিয়া।
কঙ্কণকুমার জামাতাও তার
তার সম ধনলোভী।
অবহেলা করি মোরে,
রত্নসারপুরে যায় ধন উপার্জ্জনে।

আমার কৃপায়
দুহিতা জামাতা আর ঐশ্বর্য্য অতুল
লভিয়াও লক্ষপতি ভুলিল আমারে ;
একবারো ব্রত মোর করিতে না চায়।
মোরে ত্যজি,
কলির কুহকে মজি
অধর্ম্ম সঞ্চয় করে অনিবার
শ্বশুর জামাতা দুই জনে।
ভাল ভাল,
ঘুচাইব ধনলোভ,
জন্মাইব মনঃক্ষোভ,
শিক্ষা দিব বিধিমতে দোঁহে।
দেখি, কত দিনে ফিরে মতি দুর্ম্মতি দোঁহার।

[প্রস্থান।

নিশানহস্তে নাবিকগণের প্রবেশ।

১ম নাবিক। নিশেনগুলো মজবুৎ কোরে বাঁধ্‌তে হবে, ভাই। নৈলে হাওয়ায় উড়ে, জলে যাবে প'ড়ে।

২য় নাবিক। ও ভাই, জালা জালা নদীর মিঠে জল ভোরে নে। সুমুদ্দুরের জল বেয়াড়া নোণা।

(নেপথ্যে এক দুই করিয়া হাত-ঘড়িতে আটটি শব্দ)

১ম নাবিক। (এক দুই করিয়া গণিতে গণিতে) আটটা বেজে গেল, সময় হল, সওদাগর মশায় এল এল।

২য় নাবিক। আচ্ছা, ভাই, রত্নসারপুর থেকে তোর মেগের তরে কি আন্‌বি ?

১ম নাবিক। পালকের সীঁথি, ঝিনুকের ঝুম্‌কো। আচ্ছা, তুই কি আন্‌বি ?

২য় নাবিক। মাথা আর মুণ্ডু।

১ম নাবিক। সে কি !

২য় নাবিক। কার তরে আন্‌বো, ভাই। আমি যে এখনো আইবুড়ো।

১ম নাবিক। তবে তো সব্‌সে আচ্ছা ! আমার মেগের তরে আন্‌বি।

২য় নাবিক। তোর মেগের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ?

১ম নাবিক। ভাই বোন্ সম্বন্ধ।

২য় নাবিক। দূর শালা।

১ম নাবিক। (অন্যান্য নাবিকগণের প্রতি) তোরা সকলে কি আন্‌বি, ভাই ?

নাবিকগণ। সস্তাদরে যা পাই।

২য় নাবিক। চুপ্ ! জামায়ের সঙ্গে সওদাগর মশাই আস্‌চে।

লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমারের প্রবেশ।

লক্ষ। সমস্ত প্রস্তুত ?

১ম নাবিক। এজ্ঞে।

লক্ষ। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। বেলা আটটা বেজেচে। এস, বৎস কঙ্কণকুমার !

(সকলের বাণিজ্যপোতে আরোহণ)

১ম নাবিক। কত্তা মশাই, নঙ্গর তুলি।

লক্ষ। তোল্। শীঘ্র তরী ছেড়ে দে।

নাবিকগণ। (গীত)

গুণকেলী—কার্ফা।

এই পড়্‌চে—এই উঠ্‌চে সারি সারি কাঠের দাঁড়,
ঝপাস্—ঝপাস্—ঝপ্ ঝপ্—ঝপাস্।
তীরের মত ছুট্‌লো তরী জলের মাঝে গুঁজে ঘাড়,
ঝপাস্—ঝপাস্—ঝপ্ ঝপ্—ঝপাস্।
দুদিন মোরা ডেঙায় থাকি,
বছর করি জলে পার,
দিনেক দুদিন স্বদেশ দেখি,
পর্‌দেশে রই অনিবার ;—
ঝপাস্—ঝপাস্—ঝপ্ ঝপ্—ঝপাস্।
জল কাট্‌চে তরীর মুখে,
ঢেউ লাগ্‌চে তরীর বুকে,
ছুট্‌চে তরী রুখে রুখে,
দুপাড় যুড়ে পড়্‌চে সাড় ;—
ঝপাস্—ঝপাস্—ঝপ্ ঝপ্—ঝপাস্।

[পোতসহ সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

কলি ও কাম, ক্রোধাদি ষড়রিপুর প্রবেশ।

কলি। মহাশত্রু রাজা পরীক্ষিৎ
গঙ্গাতটে তক্ষকদংশনে।
বহুদিন গত হল ত্যজিয়াছে তনু।
আর কারে ভয়,
পূর্ণরূপে মোর জয়।
পৃথিবীর সর্ব্বজীব আমার অধীন।
দিন দিন প্রতাপ আমার
স্তরে স্তরে হতেছে বিস্তার,
আর কারো নাহিক নিস্তার।
কঠিন নিগড়ে আমি ধর্ম্মেরে বাঁধিয়া
প্রচণ্ড দাপট মোর রাখিব অটুট।
অধর্ম্মের পুত্র আমি,
পিতৃমান বাড়াব ধরায়,
ত্বরায় হইব আমি একছত্র রাজা।
সূত্রপাত হইয়াছে তার ;—
পিতা মাতা গুরুজনে কেহ নাহি মানে ;
পত্নীর সেবায় রত সবে ;
ব্রাহ্মণেরা বেদ নাহি পড়ে ;
নরগণ শিশ্নোদরপরায়ণ ;
নারীগণ বঞ্চয়ে পতিরে ;

পতি পুন জায়ারে বঞ্চিয়া
ভ্রষ্টাচারে ভুঞ্জে পরনারী ;
ভক্ত ব্রাহ্ম স্থলে ভাক্ত ব্রাহ্মগণ
ভাক্ত ধর্ম্ম করে আলোচনা ;
কামাচারী বামাচারী সবে ;
পাপেরে হৃদয়ে ধরি পুণ্যে পদাঘাতে ;
লোভী, দ্বেষী, ভণ্ড, খল,
কপট, হিংসুক নরনারী ;
প্রবঞ্চনা, চৌর্য্যবৃত্তি ভূষণ সবার ;
অত্যাচারী, অনাচারী, কদাচারী সবে ;
মদ্য, মাংস, অপেয়, অখাদ্যে সবে লোভী ;
ধর্ম্মকর্ম্ম, পুণ্য পূজা ছাড়িল সকলে।
অতি অল্প আছয়ে ধার্ম্মিক—
আমার চক্ষের শূল।
এইবার তাসবারে আনিব অধীনে।

ষড়রিপুগণ। জয় জয় কলি মহারাজ !
আদেশ করহ এবে কি কার্য্য সাধিব ?

কলি। লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার
গিয়াছে বিদেশে দোঁহে বাণিজ্যের তরে।
লক্ষপতি গৃহে এবে
লক্ষপতিপত্নী লীলাবতী, কন্যা কলাবতী
লক্ষপতি, কঙ্কণের মঙ্গল কারণে
পূজিতেছে সত্যনারায়ণে।
বড়ই অসহ্য মোর তাহা,

ছি ছি, মোর রাজ্যে সত্যনারায়ণ-পূজা!
যাও সবে অচিরায়,
লীলাবতী, কলাবতী দোঁহে
ভুলাও ভুলাও প্রলোভনে,
সত্যনারায়ণপূজা দেহ ঘুচাইয়া।
সে দোঁহার মন কর আকর্ষণ
নিজ নিজ পতিপানে।
আর যেন নাহি পূজে সত্যনারায়ণে।

ষড়রিপুগণ। যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রত্নসারপুর—রাজপথ।

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণের প্রবেশ

সত্য। লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার
আসিয়াছে দোঁহে এই রত্নসারপুরে
বাণিজ্যেতে ধনলাভ তরে।
এ রাজ্যের রাজা চন্দ্রকেতু
সাদরে দিয়াছে বাসস্থান
বাণিজ্যের অনুমতি সনে।
এইবার চন্দ্রকেতু-মনে
উদ্দীপাদিব দারুণ সন্দেহ।

আদরের পরিবর্ত্তে হবে অনাদর,
লাঞ্ছনা বিস্তর
ভুঞ্জিবেক লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার।
মোর কৌশলের ছলে
ভাসিবে নয়নজলে শ্বশুর জামাতা
দ্বাদশ বৎসর কারাগারে।
কৌশলে আমার
চন্দ্রকেতু ভাণ্ডার হইতে
রাজানামাঙ্কিত নানা রতনভূষণ
গোপনে লইয়া গিয়া রেখেছে তস্কর
মিশাইয়া লক্ষপতি রতনের সনে
লক্ষপতি প্রবাসভবনে।
লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার
চৌর্য্য-অপরাধে এবে যাবে কারাগারে।
আমি সত্যনারায়ণ,
মোরে করি অবহেলা,
রত্নলোভে মাতিল দুজনে।
এইবার রত্নলোভে মজিল নিশ্চয়,
দুঁহু ভাগ্যে ভয়ঙ্কর ঘোর কারালয়।

[প্রস্থান।

বন্ধনদশায় লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমারকে লইয়া কোটালগণের প্রবেশ।

১ম কোটাল। ধিক্ তোমাদেরকে! আমাদের দয়াশীল

মহারাজ চন্দ্রকেতু দয়া কোরে তোমাদের বাসস্থান দিলেন, বাণিজ্যের অনুমতি দিলেন, শেষে তোমরা শ্বশুর জামাইয়ে মিলে কাল রাত্রিকালে তাঁরই রাজভাণ্ডার হ'তে এই সকল রাজনামাঙ্কিত রত্নভূষণ চুরি কোল্লে। ছিছি, সদাগরীর ছল কোরে চুরি কোত্তে এসেচো!

লক্ষপতি। কোটাল! সত্য বল্‌চি, আমরা এ সকল রাজভূষণ চুরি করি নাই।

১ম কোটাল। তবে বুঝি উড়ে এসে তোমাদের ঘরে জমা হয়েচে?

লক্ষপতি। বাস্তবিক আমরা এর কিছুই জানি না।

১ম কোটাল। এইবার রাজসভায় চল, উত্তমরূপে জান্‌তে পার্‌বে। শ্বশুর জামাই শূলে যাবে।

কঙ্কণ। দোহাই, কোটাল! আমাদের বৃথা দণ্ডিত কর্‌বার জন্য রাজসভায় নিয়ে যেয়ো না। দয়া কোরে ছেড়ে দাও।

১ম কোটাল। বটে! চোরকে দয়া!

লক্ষ। আমরা চোর নই,—সাধু।

১ম কোটাল। তোমাদের মত আর দশ বিশ জন সাধু জমা হ'লে রাজভাণ্ডার একেবারে খালি হবে।

লক্ষ। তোমাদের মঙ্গল হবে, নির্দ্দোষীদের পরিত্যাগ কর।

কঙ্কণ। বড় বন্ধনযন্ত্রণা! দয়ালু কোটাল, বন্ধন মোচন কর।

১ম কোটাল। এতো সামান্য বন্ধন! এইবার উভয়ে কঠিন লৌহশৃঙ্খলের [illegible] আবদ্ধ হবে।

লক্ষ। হা [illegible] কি ভয়ঙ্কর গ্রহবিপাক! বাণিজ্যের আশায় এসে, [illegible] হলেম।

কঙ্কণ। (কীর্ত্তনের সুর)

দারুণ বন্ধন, কর হে মোচন,
কোটাল কোটাল, মিনতি ধর।
বাস্তবিক কহি, চোর মোরা নহি,
আমা দোঁহে, ভাই, করুণা কর ॥
(বড়ই কাতর হয়েছি হে!
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও,
দয়া কোরে, ভাই, ছেড়ে দাও;
আর যাতনা সহিতে নারি হে!)
আসিয়ে বিদেশে, এই হ'ল শেষে,
মান গেল, শেষে প্রাণ যায়।
শরমে মরম, ফাটিছে বিষম,
বৃথায় ঠেকিনু কঠিন দায় ॥
(কোটাল! কঠিন হয়ো না আর,
বড়ই আকুল হয়েছি, ভাই!
কিছুই জানি না—জানি না—জানি না,
আর বেঁধো না—বেঁধো না—বেঁধো না;
শ্বশুর কাতর, আমিও কাতর,
কাতরে বিতর করুণা-কণা!)

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রত্নসারপুর—রাজসভা।

সিংহাসনে রাজা চন্দ্রকেতু আসীন।

পার্শ্বে মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ দণ্ডায়মান।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ! চোর ধরা পড়েচে। কোটালগণ দ্বারদেশে চোরদের নিয়ে অপেক্ষা কর্‌চে।

চন্দ্র। শীঘ্র চোর সমেত কোটালদের নিয়ে এস।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা, নরনাথ।

[প্রহরীর প্রস্থান।

চন্দ্র। আমার ভাণ্ডার থেকে রত্নালঙ্কার অপহরণ কোত্তে যাদের সাহস, তারা সামান্য চোর নয়। আজ কঠিন শাস্তি প্রদান কর্‌বো।

লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমারকে লইয়া
কোটালগণের প্রবেশ।

সকলে। (চন্দ্রকেতুকে অভিবাদন)

চন্দ্র। (সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! এরাই আমার রত্নালঙ্কার-চোর! (কোটালগণের প্রতি) কোটালগণ! চুরি করা রত্নালঙ্কার কই?

১ম কোটাল। এই গ্রহণ করুন, মহারাজ!

চন্দ্র। (অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া দেখিতে দেখিতে) এই তো

আমারই নামাঙ্কিত রত্নভূষণ! (লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমারের প্রতি সরোষে) ধিক্ তোমাদের! তোমরা বিদেশী সাধু বণিক্ না! আমি না তোমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেম! শেষে কি এইরূপ নিন্দনীয় কার্য্য কোত্তে হয়? তোমরা সাধুবেশে পাপিষ্ঠ তস্কর!

লক্ষ। মহারাজ! আপনার পবিত্র নামের শপথ কোরে বল্‌চি, আমরা তস্কর নই।

কঙ্কণ। নরপতি! আমরা আপনার আশ্রিত। আমাদের দ্বারা কখন এরূপ ঘৃণিত কার্য্য হতে পারে না।

চন্দ্র। যখন তোমাদের নিকট অলঙ্কার পাওয়া গেল, তখন তোমরাই নিশ্চয় চোর। অজ্ঞাত কুলশীল বিদেশীয় লোককে বিশ্বাস কোল্লে, আশ্রয় দিলে, শেষে এইরূপ অনিষ্ট ঘটে।

লক্ষ। মহীপতি! এখনও আপনার পাদপদ্মে নিবেদন কচ্চি, আমরা চোর নই।

চন্দ্র। আর কোন কথা শুন্‌তে চাই না। তোমরা শ্বশুর জামাতায় মিলে যেমন পাপ কর্ম্ম করেচ, তার উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ কর। দ্বাদশ বৎসর কারাবাস।

লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমার। (অত্যন্ত শোকে অস্থির হইয়া) হা ভাগ্য! বিনা মেঘে বজ্রপাত! (ভূতলে পতন)

কঙ্কণ। (গীত)

খট-যোগিঞা—আড়াঠেকা।

(হায়) এ কি ঘটিল কপালে।

টুটিল ভরসা, টুটিল আশা,

ভাসিতে হল নয়ন-জলে॥

রতন লভিতে বিদেশে এসে,
রতন-চোর হইনু শেষে,
রহিতে হইল কারাবাসে,
দ্বিগুণ আগুন মরমে জ্বলে॥
ঘোর কারাগারে কেমনে রব,
কঠিন নিগড় কেমনে সব,
ক্ষমা কর, রাজা, দীনবান্ধব,
করপুটে লুটি চরণতলে॥

[সকলের প্রস্থান

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রত্নাবতীপুর—লক্ষপতির বাটীর বহির্দ্বার।

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণের প্রবেশ।

সত্য। লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার
কর্ম্মদোষে কারাবাসে।
এখানেও
লীলাবতী, কলাবতী ভুলিয়া আমারে
নিজ নিজ পতিরে ভাবিছে সদা মনে।
ব্রতপূজা নাহি করে মোর,
নিতান্ত তাচ্ছিল্য মোর প্রতি।
ভাল,
এইবার ঘটাব দুর্গতি।
আমার মায়ায়
দস্যুগণ লুটিবে ভাণ্ডার,
টুটিবে গৃহের বস্ত,
দুরবস্থা করিবে দোঁহার
এই ঘোর নিশাকালে।
লীলাবতী, কলাবতী
ভুঞ্জুক কর্ম্মের ফল।

[প্রস্থান।

লীলাবতী ও কলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। বাছা রে! অনেক দিন হ'ল, আর যে একখানিও পত্র পাইনি। বিদেশে তোমার পিতার, আমার জামাতার কি ঘট্‌লো, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি। মন অত্যন্ত চঞ্চল হচ্চে।

কলা। মা! তুমি নিষেধ কোল্লে, তবু তাঁরা শুন্‌লেন না। আমারও ভয় হচ্চে, না জানি কোন ঘোরতর বিপদ বা ঘটেচে।

(নেপথ্যে দস্যুকোলাহল)

লীলা। (সভয়ে) এ কি! কিসের কোলাহল! কারা উৎকট চীৎকার কোচ্চে!

কলা। (সভয়ে) মা গো! সর্ব্বনাশ হ'ল! দলে দলে দস্যু এসে পড়্‌লো।

লীলা। হায় হায়, কি হবে, কি হবে! আয় মা পালিয়ে যাই।

বেগে দস্যুগণের প্রবেশ।

১ম দস্যু। কোথায় পালাও? এখনি ভাণ্ডারের চাবি দাও, নৈলে সাত টুক্‌রো কোর্‌বো।

লীলা। ও গো, এই চাবি নেও। আমাদের হত্যা কোরো না।

১ম দস্যু। (চাবি লইয়া) ও রে, এ দুটো মেয়েকে বেঁধে ফেল্, নৈলে পাইলে গিয়ে গোল বাঁধাবে।

২য় দস্যু। আচ্ছা, সর্দ্দার! (লীলাবতী ও কলাবতীকে বন্ধন করণ)

লীলা। ওগো, আমাকেই না হয় বন্ধন কর, আমার কন্যার কোমল হস্ত কঠিন রজ্জুতে বন্ধন কোরো না। কোন ভয় নেই, আমরা পালাবো না।

১ম দস্যু। মেয়ে নোককে বিশ্বেস নেই।

লীলা। হায় হায়, কপালে এতও দুঃখভোগ ছিল! আজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতির পত্নী কন্যা দস্যুহস্তে লাঞ্ছিতা!

(দস্যুগণের বাটীমধ্যে প্রবেশ ও কোলাহল সহকারে ধনলুণ্ঠন)

কলা। মা গো! ডাকাতে সর্ব্বস্ব লুটে নিলে, পথের ভিখিরী কোল্লে! হা ভাগ্য!

[লীলাবতী ও কলাবতীর বন্ধন খুলিয়া দিয়া এবং লুণ্ঠিত বস্তু সমস্ত লইয়া দস্যুগণের প্রস্থান।

লীলা। হায় হায়, সোণার সংসার ছারখার হল!

উভয়ে। (গীত)

হাম্বীর মিশ্র—একতালা।

হা কপাল, হা কপাল এ কি ঘটিল।
রত্ন ধন দস্যুগণ ভাণ্ডার টুটি লুটিল ॥
গভীর আঁধারে ব্যাপ্ত মেদিনী,
ধনীর রমণী আজি ভিখারিণী,
হায়—হায়—হায়—হায়!—
শশ্মান বাসে, রব কি আশে, সকল সুখ টুটিল ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

কলির প্রবেশ।

কলি। এইবার বাসনা মিটিবে মোর।
লীলাবতী, কলাবতী আসিতেছে বনে।
ভূষণ রতন করিল লুণ্ঠন
দস্যুগণ তা সবার ;
সতীত্বরতন করিব লুণ্ঠন
এইবার আমি সে দোঁহার।
অন্তরালে করি অবস্থান।

[প্রস্থান।

লীলাবতী ও কলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। মা কলাবতি! আহা, তোর কপালে এতও দুঃখ ছিল! সদাগরের দুহিতা আজ পথের ভিখারিণী—অরণ্য-বাসিনী! হা ভাগ্য!

কলা। মা! আমার চেয়ে তোমার কষ্ট বেশী। তুমি আর চল্‌তে পাচ্চ না। এইখানে বোসো, আমি অঞ্চল দিয়ে বাতাস করি। অন্ধকার রাত্রি, তাতে অরণ্য, আর এগিয়ে কাজ নি, এইখানে বোসো।

(উভয়ের উপবেশন)

লীলা। বাছা রে, বনভূমি বড়ই কঠিন। তুই আমার কোলে বোস্, মাটিতে বোস্‌লে কষ্ট হবে।

কলা। না মা, কষ্ট হবে না। আমি তোমাকে অঞ্চল দিয়ে বাতাস করি। (তদ্রূপ করিতে করিতে গীত)

সিন্ধুমিশ্র—একতালা।

প্রাণের মাঝে, বেদনা বাজে,
হেরিয়ে মা গো তোমার দশা।
ধনীর নারী, আজি ভিখারী,
ঘুচিয়ে গেলো সকল আশা॥
জনক, পতি, বিদেশবাসী,
কাননবাসিনী তুমি, মাতা ;—
হেরিতে নারি, দুখ তোমারি,
মলিনমুখ মলিনবাসা॥

রাজবেশে কলির প্রবেশ।

কলি। সুন্দরি! কেন তোমরা বনে বনে নিদারুণ কষ্ট পাচ্চ? আমি রাজাধিরাজ, আমাকে তোমরা উভয়ে ভজনা কর। আমি তোমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর কোর্‌বো, আমার পট্টমহিষী কর্‌বো।

লীলা। (সরোষে) সাবধান, এমন পাপ কথা আর উচ্চারণ কোরো না। আমরা পতিব্রতা সতী, পরপুরুষের মুখ পর্য্যন্ত দেখি না। তুমি এস্থান হ'তে প্রস্থান কর।

কলি। আচ্ছা, সুন্দরি! তুমি যদি আমাকে না ভজনা কর, তবে তোমার এই নবযুবতী কন্যাকে আমার হস্তে অর্পণ কর।

কলা। (সভয়ে লীলাবতীর প্রতি) মা! মা! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর। (লীলাবতীকে আবেষ্টন)

লীলা। (অত্যন্ত রোষে) আরে পাপিষ্ঠ পশু! সতী রমণী-দের প্রতি কখনই তুই বল প্রকাশ কোত্তে পার্‌বিনি।

কলি। (সহাস্যে) বল কি, সুন্দরি! এই তোমাদের অঙ্গ স্পর্শ করি। (তদ্রূপ করণ চেষ্টা)

লীলাবতী ও কলাবতী। তবে দ্যাখ্‌, নারকী, আমাদের সতীত্ব-তেজ। (সহসা লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ)

কলি। (শশব্যস্তে অস্থির হইয়া) ওঃ! কি ভয়ঙ্কর তেজ! বড় অসহ্য! সতীর সতীত্বই আমার সুখের পথে কণ্টক!

[বেগে প্রস্থান।

লীলা। বাছা! আর ভয় নাই, শত্রু দূর হয়েচে। চল, আমরা এই নিবিড় অরণ্য হ'তে অন্যত্র গমন করি। এখানে নানা বিঘ্নবিপত্তি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

একটি গ্রাম।

গ্রাম্য নরনারীগণ।

১ম নর। কলিকাল কি সুখের কাল। ছুশো মজা কর, ছুশো রগড় কর। এমন দিন আর হবে না।

২য় নর। চার যুগই যদি কলির রাজত্ব হয়, তা হ'লে সোণায় সোহাগা! পায়েসে এলাচদানা!

১ম নর। তা আর বল্‌তে! যাগ যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুরই দরকার নেই, দান পরোপকার কর্‌বার প্রয়োজন নেই, কেবল মদ্য মাংস রমণী নিয়ে মজা কর, আয়েস কর, তা হইলেই স্বর্গসুখ।

গাহিতে গাহিতে ভিখারিণীবেশে লীলাবতী ও কলাবতীর প্রবেশ।

লীলাবতী ও কলাবতী। (গীত)

ছায়ানট মিশ্র—একতালা।

ভিখারিণী মোরা মা মেয়ে।
নিবার ক্ষুধা খেতে দিয়ে॥
বড়ই কাতর হয়েছি গো।
মরমে মরিয়ে রয়েছি গো॥
করুণা করিয়ে, ফল জল দিয়ে,
বাঁচাও এ দুটি দুখিনীরে।
ডুবেছি গভীর দুখনীরে॥—
দুটি নিরুপায়া, কর দয়া মায়া,
স্নেহের নয়নে দেখ চেয়ে॥

১ম নর। অন্য জায়গায় যাও; আমাদের কাছে কিছু হবে না।

লীলা। তুমি কিছু দাও, বাবা!

২য় নর। অত বড় গতর, কারো বাড়ী দাসীবৃত্তি কর না!

লীলা। হা অদৃষ্ট! (১ম নারীর প্রতি) মা, তুমি কিছু খেতে দাও।

১ম নারী। আমি কি তোমার কিছু ধারি?

লীলা। (২য় নারীর প্রতি) মা, তুমি কিছু ভিক্ষে দাও। ক্ষুধাতুরাদের খেতে দিলে পুণ্য হবে।

২য় নারী। আমার পুণ্যিতে কাজ নি। আমরা ভিক্ষে দিয়ে বাজে খরচ কোত্তে চাই নি। সোজা পথ দেখ।

১ম নর। এস আমরা এখান থেকে যাই। মাছীর ভন্ ভনানি আর সয় না। চল ঐ বাগানে গিয়ে সকলে মিলে আমোদ আহ্লাদ করি।

[নরনারীগণের প্রস্থান।

লীলা। মা কলাবতি! কেউ তো দয়া কোল্লে না; কিন্তু আমি যে ক্ষুধা পিপাসায় বড় কাতর হয়েচি।

কলা। মা! তুমি ঐ বৃক্ষমূলে বিশ্রাম কোর্‌বে চল। আমি অন্য গ্রামে গিয়ে ফল জল ভিক্ষে কোরে আনি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

হরিদাস শর্ম্মার বাটী।

বাদ্যকরগণ বাদ্যবাদনে নিযুক্ত।

হরিদাস শর্ম্মার প্রবেশ।

হরি। ওহে বাজন্দারেরা! বাবা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের

পূজো হয়ে গেল, সকলেই প্রসাদ পেলে, এইবার তোমরাও চল, প্রসাদ পাবে।

[সকলের প্রস্থান।

কলাবতীর প্রবেশ।

কলা। এই বাড়ীতে না বাদ্যিবাজনা হচ্চিল? এ বাড়ীতে কোন ক্রিয়ে কর্ম্ম হচ্চে বোধ হয়। কোথাও তো কিছু ভিক্ষে পেলেম না। ক্রিয়েবাড়ীতে অবশ্য পাব। একবার ডাকি। ও গো কে আছ, ভিখারিণীকে দয়া কোরে কিছু ভিক্ষে দাও। ও গো বাড়ীতে কে আছ?

হরিদাস শর্ম্মার পুনঃপ্রবেশ।

হরি। কে মা তুমি?

কলা। (গীত)

ভৈরব ললিত—ঠুংরী।

ভিখারিণী মায়ের ভিখারিণী মেয়ে,
এসেছি তোমার দ্বারে।
ক্ষুধাপিপাসায়, মা ভূমে লুটায়,
ভাসিছে নয়ন-ধারে॥
দ্বারে দ্বারে ঘুরি, আইলাম ফিরি,
কেহ না করিল দয়া;—
তোমার নিকটে, মাগি করপুটে,
ভিক্ষা দাও দয়া কোরে॥

হরি। আয় মা, আয় মা! আমি ভিক্ষা দেবো। যেমন তেমন ভিক্ষা নয় মা, বাবা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের প্রসাদ।

কলা। (প্রবুদ্ধ হইয়া) কি বোল্লে, ঠাকুর? বাবা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের প্রসাদ?

হরি। হ্যাঁ মা!

কলা। (করযোড়ে সাশ্রুনয়নে) এতক্ষণে আমার স্বপ্নভঙ্গ হোলো—মোহ ঘুচ্‌লো—ভ্রম ঘুচ্‌লো। ধিক্ আমাকে! আমি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা প্রভু সত্যনারায়ণকে ভুলেছিলেম। মাও আমার তাঁকে বিস্মৃত হয়ে আছেন! হায়, তাই আমাদের এত দুর্গতি! (হরিদাসের প্রতি) বাবা! একবার আমি সত্যনারায়ণ প্রভুর পূজাবেদী দর্শন কর্‌বো।

হরি। আয় মা আমার সঙ্গে। বাবাকে দর্শন কোরে প্রসাদ নিবি চল্। তোরাও কি সত্যনারায়ণ ঠাকুরের ভক্ত?

কলা। হ্যাঁ, ঠাকুর!

হরি। বেশ বেশ। আয় মা আমার সঙ্গে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গ্রামপার্শ্বস্থ বনভূমি।

বিমর্ষচিত্তে লীলাবতী আসীনা।

লীলা। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কলাবতী ফলজল ভিক্ষা কোত্তে গেছে, রাত্রি প্রভাত হল, তবুও তো ফির্‌লো না। আমার মনে নানা সন্দেহ হচ্চে। যুবতী কুমারীকে রাত্রিকালে একাকিনী পাঠান আমার উচিত হয় নি।

সত্যনারায়ণের প্রসাদ ও জল লইয়া কলাবতীর প্রবেশ।

কলা। মা! ভিক্ষা পেয়েচি।

লীলা। কলাবতি! আমি আর তোর করস্পর্শ ফলজল গ্রহণ কোর্‌বো না।

কলা। কেন মা! এমন বল্‌চো?

লীলা। তোর চরিত্রের উপর আমার দারুণ সন্দেহ জন্মেচে। তুই যুবতী, তাতে রাত্রিকালে একাকিনী গিয়েছিলি।

কলা। তাতে দোষ কি মা?

লীলা। যদি অবিলম্বে ফিরে আস্‌তিস্, তা হলে দোষ ছিল না, কিন্তু সারা রাত কাটিয়ে সকালবেলা এলি, এতে আমার মনে দারুণ সন্দেহ হয়েচে! তুই পাপাত্মা কলির কুহকে আত্ম-হারা হয়ে পরপুরুষকে আত্মসম্প্রদান কোরেচিস্—সত্যধর্ম্মে জলা-ঞ্জলি দিয়েচিস্—কলঙ্কের পসরা মাথায় তুলেচিস্।

কলা। (সদুঃখে) না, মা, তোমার স্নেহের কলাবতী তেমন নয়। কলাবতী সতীর কন্যা সতী। মা, আর আমাকে এমন দুর্ব্বচনবাণে বিদ্ধ কোরো না।

লীলা। দূর হ তুই। তোর মত ব্যভিচারিণী কন্যার মুখ দেখলে ও পাপ হয়।

কলা। (সদুঃখে গীত)

রামকেলী—যোগিয়া। (হোরি)

মায়াময়ী মা নিদয় হইল,
কিবা কাজ আর এ ছার প্রাণে।

ডুবিয়ে মরিব, অনলে পুড়িব,
তনু তেয়াগিব গরল পানে ॥
অভাগিনী মেয়ে বিদায় চায়,
কলঙ্ক ঘুচাতে মরিতে যায়,
জনমের মত মা বোলে ডাকি
মা! মা! মা! মা!
যাবার সময়, হও মা সদয়,
চাও মা স্নেহেতে মেয়ের পানে ॥

মা! আমি তোমার পাদপদ্মে অন্তিম প্রণাম কোরে বিদায় হলেম। তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর। প্রভু সত্যনারায়ণের প্রসাদ ভিক্ষা কোরে এনেছি, ভক্ষণ কোরে ক্ষুধা নিবারণ কর।

লীলা। (প্রবুদ্ধ হইয়া) কি বল্লি, কলাবতি! প্রভু সত্য-নারায়ণের প্রসাদ? কোথায় পেলি?

কলা। গত নিশায় নানা স্থানে ভ্রমণ কোত্তে কোত্তে শেষে হরিদাস ঠাকুরের বাড়ীতে যাই। সেখানে সত্যব্রত হচ্ছিল। সত্যব্রতের কথা শুনতে শুনতে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেচে। হরিদাস ঠাকুর আমাকে সত্যদেবের প্রসাদ ভিক্ষা দিয়েচেন।

লীলা। মা কলাবতি! আমি তোকে বৃথা কষ্ট দিয়েচি— বৃথা গাল মন্দ দিয়েচি। কিছু মনে কোরো না মা। এতক্ষণে আমার চৈতন্য হ'ল। মা, আমরা ভগবান্ সত্যনারায়ণকেঁ ভুলে আছি বোলেই আমাদের এত দুর্দ্দশা। আয় মা, আবার মা মেয়েতে মিলে শূন্যভবনে যাই, সেখানে আবার ভক্তিভরে প্রভু সত্য-

নারায়ণের পূজা করি, আমাদের পুনর্ব্বার মঙ্গল হবে। দে মা, প্রসাদ দে।

(উভয়ের প্রসাদ ভক্ষণ)

উভয়ে। (গীত)

কাফি মিশ্র—যৎ।

ভুলেছিলেম মোহের ভুলে,
ভুল্‌বো না আর তোমায়, হরি।
পূজ্‌বো তোমায় ভক্তিভরে,
ছাড়্‌বো না ও চরণতরী॥
যে জন ভোলে তোমার শ্রীপদ,
তার কপালে দারুণ বিপদ,
যে জন পূজে তোমার শ্রীপদ,
মুক্তি তাহার সহচরী॥
যে জন যা চায়, সে জন তা পায়,
নিরুপায়ের হয় সদুপায়,
পরম সিদ্ধি ওই রাঙা পায়,
ওই রাঙা পা থাক্‌বো ধরি;—
সত্যদেবের দয়ার গুণে
ভবের সাগর যাব তরি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রত্নসারপুর—কারাগার।

কারাগার মধ্যে লক্ষপতি নিদ্রিত ও কঙ্কণকুমার বিমর্ষচিত্তে উপবিষ্ট।

কঙ্কণ। (গীত)

মেঘ—ফের্‌তা।

কি হ'তে কি হল, হায়, ঘটিল দারুণ দায়,
নিরুপায় অসহায় ঘোর কারাগারে।
দারুণ কুগ্রহ যোগ, দ্বাদশ বৎসর ভোগ,
অবসন্ন দেহ মন নিগড়ের ভারে॥
(যাতনা সহিতে পারিনে আর,
এ বিপদে কবে পাব পার?
কি হবে কি হবে, হায়!
পলকে পলকে আকুল প্রাণ,
মরমে বিঁধিছে বেদনা-বাণ,
এ দুখ কহিব কায়?)
শ্বশুর আকুল হ'য়ে ভূতলে আছেন শুয়ে,
এ দশা দেখিতে, হায়, হইল আমারে।
এ হ'তে মরণ ভাল, কেন না মরণ হ'ল,
মরণো স্মরণ নাহি করে অভাগারে॥

হা অদৃষ্ট! শ্বশুর মহাশয়ের অঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়েচে, কিন্তু

আমার হস্ত শৃঙ্খলে আবদ্ধ, বস্ত্র সঞ্চালন কোরে বাতাস কোত্তেও পাচ্চি নি! হায় হায়, এত দুঃখও কপালে ছিল! (রোদন)

লক্ষ। (কঙ্কণকুমারের রোদনশব্দে ভগ্ননিদ্র হইয়া শশব্যস্তে) বৎস, তুমি রোদন কোচ্চো? এখন কাঁদ্‌লে অমঙ্গল হবে।

কঙ্কণ। দেব! অমঙ্গলের আর বাকি কি?

লক্ষ। অমঙ্গলের শেষ হয়েচে। আমি নিদ্রিতাবস্থায় অপূর্ব্ব দৈব স্বপ্ন দর্শন কল্লেম। পদ্মালয়া লক্ষ্মীদেবী আমার শিয়রে বোসে বোলে গেলেন,—'লক্ষপতি! তুমি নিজদোষে তোমার জামাতার সহিত দুঃসহ কারাবাসযন্ত্রণা ভোগ কোচ্চো। আমার স্বামী—ত্রিভুবনের স্বামী ভগবান্ সত্যনারায়ণকে অবহেলা করাতেই তোমাদের এই নিদারুণ দুর্গতি ঘটেচে। তোমার পত্নী লীলাবতী এবং কন্যা কলাবতীও তাঁকে বিস্মৃত হ'য়ে যার-পর-নাই কষ্ট পেয়েছিল। আবার তারা ভগবান্ সত্যদেবের ব্রতপূজা কোরে বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ হয়েচে। তুমিও তোমার জামাতার সহিত ভক্তিভরে সত্যনারায়ণের শরণাগত হও, মঙ্গল হ'বে। নতুবা যাবজ্জীবন কষ্ট পাবে—অন্তে নরকে যাবে।' বৎস কঙ্কণকুমার! আমি মহাপাতকী, নরাধম, তাই ভগবান্ সত্যনারায়ণকে অবহেলা কোরে এই নিদারুণ কারাযন্ত্রণা ভোগ কচ্চি। আমার দোষে তুমিও কারাবাসী। আর না, এস উভয়ে মিলে ভয়ত্রাতা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান্ সত্যনারায়ণ প্রভুকে ডাকি।

উভয়ে। (স্তব)

(জয়) সত্যনারায়ণ, পাপনিবারণ,
তাপবিনাশন মাধব হে!

কৃষ্ণ কৃপাময়, অব্যয় চিন্ময়,
সত্য সনাতন রাঘব হে !

(প্রণাম)

বেগে রাজা চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

চন্দ্র। (শশব্যস্তে) হায় হায়, এ কি সর্ব্বনাশ ! পলকে প্রলয় !
গেল গেল রাজ্য মোর ! প্রজাগণ করে হাহাকার !
ঝঞ্ঝাবাত, অগ্নিদাহ, জলোচ্ছ্বাস ঘোর।
ধ্বংস হ'ল সর্ব্বস্ব আমার !

(নেপথ্যে প্রজাগণের আর্ত্তনাদ)

ঐ ঐ ভীষণ চীৎকার ! মরিল মরিল প্রজাগণ !
দুঃস্বপ্ন ভীষণ আকুল করিল মোরে।
সদাগর লক্ষপতি ! কঙ্কণকুমার !
অন্যায় করিয়া আমি
তোমা দোঁহে রাখিয়াছি লোহ কারাগারে।
তোমরা তস্কর নহ,
ভ্রান্তিবশে তস্কর ভাবিয়া, বৃথা শাস্তি দিনু তোমা দোঁহে।
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত মোর হইয়াছে বিধিমতে।
নিজে সত্যনারায়ণ দেখাইলা অদ্ভুত স্বপন
কারামুক্ত করিবারে তোমা দুই জনে।
খুলিলাম কারাদ্বার, খুলিলাম নিগড়বন্ধন। (তদ্রূপকরণ)
আইস আমার সনে,
অমূল্য বসন ভূষা দিব ; ধনপূর্ণ দশ তরী করিব প্রদান।
সাধু লক্ষপতি ! ক্ষমা কর অপরাধ মোর,
ক্ষমার নিধান তুমি।

লক্ষ। মহারাজ! আপনার অপরাধ কি? আমরাই কলির কুহকে অন্ধ হ'য়ে, ভগবান্ সত্যনারায়ণ প্রভুকে অবহেলা কোরে, কারাগারে নিগড়বন্ধনে কর্ম্মফল ভোগ কচ্ছিলেম। যাঁর অপূর্ব্ব স্বপ্নগুণে আমার কলিমোহ বিদূরিত হয়ে, চৈতন্যোদয় হ'ল, আপনার স্নেহোদয় হল, আসুন সকলে মিলে ভক্তিভরে সেই আনন্দময় ভগবান্ সত্যনারায়ণকে প্রণাম করি।

(সকলের প্রণাম)

কঙ্কণ। (গীত)

মালকোষ-বাহার—ঝাঁপতাল।

সত্যদেব ডাক্ রে আমার মন।
সত্য বিনে, ত্রিভুবনে, নাই কো রে আর নিত্যধন ॥
সত্যদেবের দয়ার বলে,
কঠিন নিগড় গেল খুলে,
যমের নিগড় গুঁড়িয়ে যাবে,
পূজ্‌লে প্রভুর শ্রীচরণ ॥
সত্যদেবে ভক্তিফুলে,
আয় পূজি, মন, হৃদয় খুলে,
স্থান পাব তাঁর চরণতলে,
সত্যচরণ সুখ-নিকেতন ॥

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্র-তট।

বৃদ্ধব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণের প্রবেশ।

সত্য। নানারত্নে ভরি তরী, রত্নসারপুর হ'তে জামাতার সনে
গৃহমুখে লক্ষপতি আসিছে হরিষে।
মোরে করি অবহেলা দারুণ দুর্গতি ভোগ কৈল কারাগারে
মম ইচ্ছা-স্বরূপিণী লক্ষ্মীর কৃপায়
দৈব স্বপ্নে প্রবুদ্ধ হইয়া ভজিল আমারে দুই জনে।
দানধর্ম্মে কত দূর মতি,
করিব পরীক্ষা এবে সমুদ্রের তটে।
অন্তরালে রহি এবে।

[প্রস্থান।

বাণিজ্যপোতারোহণে লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার ও
নাবিকগণের প্রবেশ।

নাবিকগণ। (গীত)

সারী—কারফা।

দেশ বিদেশে ঘুরে তরী, ফির্‌লো আবার ঘরের পানে।
চালিয়ে নে চল্ দ্বিগুণ বলে,
দাঁড় ফেলে ভাই সমান টানে॥

সাগর ছেড়ে খানিক বাদে, পড়্‌বো গিয়ে নদীর খাদে,
ঝিঁকে মেরে চল্‌ রে হেঁকে, সারীগানের মধুর তানে॥

লক্ষ। কর্ণধার! এই স্থলে সিন্ধুতটে কিয়ৎক্ষণের জন্য তরী স্থির কর। প্রভাত হয়েচে। এই স্থলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি।

১ম নাবিক। যে এজ্ঞে, কত্তা মশাই! (পোতরক্ষা করণ)

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণের পুনঃপ্রবেশ।

সত্য। সদাগর! তোমার মঙ্গল হোক্।

লক্ষ। কে তুমি?

সত্য। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।

লক্ষ। এখানে কেন?

সত্য। কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা।

লক্ষ। এখানে কি আমার ঘর বাড়ী?

সত্য। আপনি মহাধনী, নানাবিধ ধনরত্নে আপনার বাণিজ্য-তরণী পরিপূর্ণ। মনে কোল্লেই তো গরীব ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ দান কোত্তে পারেন।

লক্ষ। কি আপদ! নির্জ্জন সমুদ্রতটেও ভিক্ষুকের প্রাদুর্ভাব!

সত্য। যেখানে মধু, সেখানেই মক্ষী; যেখানে অর্থ, সেখানেই ভিক্ষু।

লক্ষ। এখানে ভিক্ষা দেবার যোগ্য কিছুই নাই।

সত্য। তোমার তরীতে তবে কি আছে?

লক্ষ্য। লতা, পাতা, ঘাস, খড়।

সত্য। সত্যই কি তাই?

লক্ষ। হ্যাঁ গো ঠাকুর হ্যাঁ।

সত্য। তবে তোমার কথাই সত্য হোক্।

কঙ্কণ। (শশব্যস্তে) আর্য্য! এ কি সর্ব্বনাশ! তরীগর্ভে একবার দৃষ্টিপাত করুন্।

লক্ষ। (দেখিয়া হতাশে) হায় হায়, এ কি বিভ্রাট! এ কি বিড়ম্বনা! আমার তরীপূর্ণ ধনরত্ন কোথায় গেল! এ যে বাস্তবিক লতা পাতা ঘাস খড়! (তরী হইতে শশব্যস্তে তটে অবতরণ করিয়া ব্রহ্মচারীর পদ ধারণ পূর্ব্বক) ঠাকুর! আমার পাপকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল হয়েচে। আপনি তেজস্বী ব্রাহ্মণ, আপনার অভিশাপ পূর্ণরূপে ফলেচে। আমি ঘোরতর অপরাধী, অপরাধ ক্ষমা করুন্।

সত্য। তুমি আস্তিক না নাস্তিক?

লক্ষ। আস্তিক।

সত্য। কে তোমার ইষ্টদেবতা?

লক্ষ। ভগবান্ সত্যনারায়ণ।

সত্য। সত্যনারায়ণের ভক্ত মিথ্যাবাদী! বড় লজ্জার কথা।

লক্ষ। প্রভু, দাসকে ক্ষমা করুন্।

সত্য। দেখ বণিক্! যে ব্যক্তি সত্যনারায়ণের সেবক, তার সত্যপথে সর্ব্বদা অবস্থান করা কর্ত্তব্য। তা ছাড়া, সাধ্যানুসারে তার দান ধর্ম্ম প্রতিপালন করা উচিত। যে সত্যভক্তের দানধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই, সে সত্যভক্ত সত্যের অবমাননাকারী।

লক্ষ। এবার হ'তে আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন কোর্ব্বো। আপনি আমার তৃণপূর্ণ তরণীকে পূর্ব্ববৎ রত্নপূর্ণ কোরে, যত ইচ্ছা রত্ন গ্রহণ করুন্।

সত্য। আচ্ছা, তোমার বাণিজ্যতরণী পূর্ব্ববৎ রত্নপূর্ণ হোক্। যাও দেখ গিয়ে?

কঙ্কণ। আর্য্য, আর্য্য! আবার তরণী রত্নপূর্ণ হয়েচে।

১ম নাবিক। (সবিস্ময়ে) এ ঠাকুর কেটারে, ভাই? হীরেকে জীরে করে, জীরেকে হীরে!

২য় নাবিক। এ ঠাকুর বোধ হয় মলিষ্যি লয়।

১ম নাবিক। ওগো কত্তা মশাই! ঠাকুরের পায় ধুলো লিয়ে ঝট্‌ কোরে লায়ে পালিয়ে এসো, লৈলে আবার ঘাস খড়।

লক্ষ। স্থির হও, নাবিক। (ব্রহ্মচারীর প্রতি) প্রভু! আপনার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে বিস্মিত হয়েচি। আপনি কে?

সত্য। আমিও তোমার ন্যায় সত্যনারায়ণের একজন ভক্ত।

লক্ষ। আমি সামান্য ভক্ত, আপনি পরমভক্ত। আশীর্ব্বাদ করুন্, প্রভু সত্যনারায়ণের প্রতি আপনার ন্যায় আমারও যেন অচলা ভক্তি হয়।

সত্য। তথাস্তু।

লক্ষ। ইচ্ছামত ধনরত্ন গ্রহণ করুন্।

সত্য। আমাকে যে ধনরত্ন দিতে ইচ্ছা কোচ্চো, গৃহে গিয়ে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দরিদ্রগণকে তা দান কোরো; তা হ'লেই আমি সন্তুষ্ট হব।

লক্ষ। যে আজ্ঞে। (ব্রহ্মচারীকে সকলের প্রণাম)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রত্নাবতীপুর—লক্ষপতির বাটীস্থ একটি কক্ষ।

লীলাবতী ও কলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। বাছা! প্রতিদিনই আমরা সত্যদেবের পূজা কোচ্চি, এইবার আমাদের বাসনা পূর্ণ হবে। তোমার পিতা আর আমার জামাতা শীঘ্রই গৃহে ফিরে আস্‌বেন। তুমি আর ভেবো না, মা। এস মায়ে ঝিয়ে মিলে সত্যনারায়ণের প্রসাদ ভক্ষণ করি। (উভয়ের প্রসাদভক্ষণের আয়োজন)

একজন নাবিকের প্রবেশ।

নাবিক। গিন্নী মা, পেন্নাম করি।

লীলা। মঙ্গল হোক্‌। সংবাদ কি?

নাবিক। কত্তা মশাই জামাই মশাইএর সাথে ঘাটে পঁউচেচেন

লীলা। (সানন্দে) মা কলাবতি! সত্যদেবের কৃপায়, বোল্‌তে বোল্‌তেই আমাদের বাসনা পূর্ণ হল।

কলা। চল মা, আমরা নাবিকের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের আনি।

লীলা। প্রভুর প্রসাদভক্ষণ শেষ কোরে যাই চল।

কলা। এখন প্রসাদভক্ষণ থাক্‌। অগ্রে যাই চল, মা। (অবহেলাপূর্ব্বক প্রসাদ রক্ষা) চল্‌, নাবিক! এসে তোকে যথোচিত পুরস্কার দেবো।

নাবিক। যে এজ্ঞে, যে এজ্ঞে। দু'ছড়া মুক্তোর মালা আর টাকা এক থালা নেবো।

কলা। আচ্ছা, তাই দেবো। (লীলাবতীর প্রতি) মা, আমি একটি ইচ্ছা করেচি।

লীলা। কি ইচ্ছা, মা?

কলা। তোমার জামাতার কাষ্ঠ-পাদুকা দুখানি নিয়ে গিয়ে, তাঁর পায়ে পরিয়ে দেবো। তিনি পাদুকা পায়ে দিয়ে গৃহে আস্‌বেন, এই ইচ্ছা।

লীলা। বেশ কথা। পাদুকা দুখানি নিয়ে চল, মা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রত্নাবতীপুর—নদীতট।

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণের প্রবেশ।

সত্য। নদীর ও ঘাট হতে
অবিলম্বে এই ঘাটে আসিবে তরণী।
কলাবতী মোহান্ধ হইয়া
প্রসাদভক্ষণে মোর কৈল অবহেলা।
নিক্ষেপ করিয়া ভূমে
ধাওয়া-ধাই আসিল ছুটিয়া জননীর সনে নদীতটে।
অবহেলা-প্রতিফল অবিলম্বে দিব তারে।
কঙ্কণকুমার মরিবে তরণী সহ ডুবি নদীজলে।
অনলে সুবর্ণশুদ্ধি যথা,
সেইরূপ শুদ্ধ করি তারে পতির বিচ্ছেদানলে,
পুনর্ব্বার জীয়াইব স্বামীরে তাহার।

[প্রস্থান।

বাণিজ্য-পোতারোহণে লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার ও নাবিকগণের প্রবেশ।

লক্ষ। (সানন্দে) ভগবান্ সত্যনারায়ণের কৃপাগুণে এত দিনে পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যাগত হলেম। (তটে অবতরণ করিয়া) নাবিকগণ! তরী হতে ধনরত্ন উত্তোলন কোরে প্রথমে কোথায় রক্ষা করবে, তার স্থান নির্ব্বাচন কর। (নাবিকগণের তটে অবতরণ)।

(সহসা পোতমগ্ন হওন)

কঙ্কণ! (ব্যাকুল হইয়া সকাতরে) আর্য্য! আর্য্য! সর্ব্বনাশ হ'ল—ডুবে ম'লেম—ডুবে ম——(সম্পূর্ণরূপে পোতমগ্ন হওন)

লক্ষ। (অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া) হায় হায়, এ কি বিড়ম্বনা! অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত! হা কঙ্কণকুমার! স্নেহের জামাতা! (সরোদনে) অকূল ভয়সঙ্কুল সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে, শেষে ঘাটে এসে তোমাকে হারালেম! হায় হায়, কি হ'ল, কি হ'ল! কঙ্কণ-কুমার! কঙ্কণকুমার! বৎস রে! কলাবতীকে কি বোলে প্রবোধ দেবো। হা ভাগ্য! হা নিয়তি! হা প্রভু সত্যনারায়ণ! (ভূতলে পতন)

লীলাবতী, কলাবতী ও নাবিকের প্রবেশ।

লীলা। (লক্ষপতিকে ভূতলে লুণ্ঠিতাবস্থায় বিলাপ করিতে দেখিয়া সাতঙ্কে) স্বামিন্! স্বামিন্! এ কি! এ কি!

লক্ষ। (সরোদনে) পত্নি! স্নেহের কঙ্কণকে হারিয়েছি! এই এখনি তরীসহ কঙ্কণকুমার আচম্বিতে জলমগ্ন হয়েছে।

কলা। (অত্যন্ত শোকে) হা, আমি স্বামিহারা! হা নাথ! (মূর্চ্ছা)

লীলা। (সরোদনে) হায় হায়, কঙ্কণ আমার নাই! বাছা রে! বড় সাধ কোরে তোমার চাঁদমুখখানি দেখ্‌বো বোলে ছুটে এলেম, কিন্তু আস্‌তে না আস্‌তে নির্দ্দয় কালরাহু তোমায় গ্রাস কোল্লে! বাছা রে! বাপ্ রে! কঠিন হয়ে কোথায় পালালি! তোর অনাথিনী পত্নীকে কি বোলে প্রবোধ দেবো! বিধাতা, কি পাপে আমাদের প্রতি এত নিদয় হোলে! হা কঙ্কণ! হা বৎস! (ভূতলে পতন)

কলা। (চেতনা লাভ করিয়া সরোদনে (গীত)

সাওঁনমিশ্র—আড়াখেম্‌টা।

নিদয় বিধি, প্রাণের নিধি,
নিদয় প্রাণে হরিয়ে নিলি।
অযুত শেল- যাতনা ঘোর,
মরম-প্রাণে বিঁধিয়ে দিলি॥
প্রাণের প্রাণ, ত্যজিল প্রাণ,
এ প্রাণ রাখিব না;—
দাঁড়াও স্বামী, যাইব আমি,
যেয়ো না দাসীরে ফেলি॥

হায় হায়, আমার সকল সাধ ঘুচে গেলো, সকল আশা ভরসা শূন্য হ'লো। স্বামী যে পথে, আমিও সে পথে। বড় সাধ

কোরে পাদুকা এনেছিলেম, পতির পাদপদ্মে পরিয়ে দোবো। সে সাধ পূর্‌লো না! (ক্ষণকাল পরে অধিকতর অস্থির হইয়া) কেন পূর্‌বে না? কে বোল্লে, আমার সাধ পূর্‌বে না? নদীগর্ভে আমার পতি। আমিও নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়ে, পতির কাছে যাই, মনের সাধে পাদুকা পরাই! (মস্তকে পাদুকাযুগল ধারণ করিয়া মৃত্যু আশায় ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

লক্ষ। (শশব্যস্তে সকাতরে) মা! মা! ক্ষান্ত হ। মৃতের সঙ্গে মৃত হ'লে মৃত কি আর জীবিত হবে!

কলা। পিতা! পতিব্রতা সতীর পতি বই গতি কই? পতি কায়া, সতী ছায়া—পতি তরু, সতী লতা—পতি প্রাণ, সতী দেহ—পতি ইষ্টদেবতা, সতী ভক্তসেবিকা। পতি যেথা, আমিও সেথা। পিতা, বাধা দিয়ে মর্ম্মে ব্যথা দিও না। (পুনর্ব্বার ঝম্পপ্রদানো-দ্যোগ)

লীলা। (সকাতরে শশব্যস্তে কলাবতীর হস্তধারণ করিয়া) মা আমার! বাছা আমার! একে আমি জামাতার শোকে আকুল হয়েচি, আর আকুলাকে আকুল করিস্‌নি মা আমার! প্রাণ বিসর্জ্জন করিস্ নি; দুঃখিনী শোকাকুলা মায়ের অনুরোধ রাখ্, মা।

কলা। (সরোদনে) মা গো! বৈধব্যযন্ত্রণা কখনই সহ্য কোত্তে পার্‌বো না। তোমার চরণে ধরি, মিনতি করি, মা হ'য়ে মেয়েকে যাবজ্জীবন শোকযন্ত্রণা ভোগ্‌বার জন্য, মরণে বাধা দিও না। পিতা! অন্তিম প্রণাম। মা! অন্তিম প্রণাম। অন্তিম-বিদায়! (পুনর্ব্বার ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

লীলা। (সরোদনে) জামাতা গেল! দুহিতাও যায়! তবে

আমার জামাতাদুহিতাহারা প্রাণে কি প্রয়োজন! আমিও জলে ঝাঁপ দিয়ে শোকতাপ শীতল করি। (ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

লক্ষ। (সরোদনে) জামাতা, দুহিতা, বনিতা সকলই যদি আমায় ত্যাগ কোল্লে, তবে একাকী শূন্য প্রাণে শূন্য ভবনে গিয়ে, কোন্ সুখে যন্ত্রণাময় জীবনভার বহন করবো! দাঁড়াও লীলাবতি! দাঁড়া মা কলাবতি! সকলে একসঙ্গে জীবিত ছিলেম, একসঙ্গে জীবন বিসর্জ্জন করি। এস সকলে মিলে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সময় দয়াময় সত্যনারায়ণকে ভক্তিভরে প্রাণ ভোরে ডেকে প্রাণত্যাগ করি।

সকলে। জয় হরি সত্যনারায়ণ!

বেগে সদানন্দ শর্ম্মার প্রবেশ।

সদা। আহা, বড়ই মধুর, বড়ই সুধাময় সত্যনারায়ণ নাম! কারা এ নাম উচ্চারণ কোল্লে?

লক্ষ। যারা আজ প্রাণত্যাগে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিতে উদ্যত।

সদা। কারা তারা?

লক্ষ। এই হতভাগ্য আর এই হতভাগিনীরা।

সদা। যাদের মুখে এমন অমৃতময় সত্যনাম, তাদের মৃত হবার ইচ্ছা!

লক্ষ। আমার জামাতা কঙ্কণকুমার সহসা তরী সমেত এই নদীগর্ভে নিমগ্ন হ'য়ে প্রাণত্যাগ কোরেচে। তাই পতিশোকে আমার পতিপ্রাণা দুহিতা কলাবতী নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ-ত্যাগে সমুদ্যতা। আমরা পতি পত্নী, জামাতা দুহিতার মৃত্যু দর্শনে কোন্ প্রাণে জীবিত থাকবো! সকলে মিলে প্রাণ বিসর্জ্জন

কর্‌বো তাই মর্‌বার সময় প্রাণের দেবতা সত্যদেবকে স্মরণ কোরে প্রাণ পরিহারে উদ্যত হয়েচি।

সদা। (সকাতরে) আহা, আহা! বড় শোচনীয় ঘটনা! সত্যনারায়ণের ভক্তগণের ভাগ্যে কেন এমন ঘট্‌লো? আচ্ছা, মহাশয়! আপনার জামাতা যখন আচম্বিতে অকালে কাল-কবলিত হলেন, তখন আপনার দুহিতা ভগবান্ সত্যনারায়-ণের শ্রীপাদপদ্মে কোনরূপ অপরাধে অপরাধিনী কি না জিজ্ঞাসা করুন দিকি?

লক্ষ। মা কলাবতি! তুমি প্রভুর পাদপদ্মে কোনরূপ অপ-রাধ করেচ কি?

কলা। (ভাবিয়া) হাঁ পিতা, আমি অপরাধিনী। আমি নাবিকের মুখে পতির আগমন-সংবাদ শুনে, প্রভু সত্যনারায়ণের প্রসাদ ভূতলে ফেলে রেখে, এখানে এসেচি।

সদা। মা! তুমি নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করেচ। ভগবান্ সত্যদেবের প্রসাদে কোন ভক্তের কখনই এমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। তোমার এইরূপ পাপাচরণে তোমার স্বামী জলমগ্ন হ'য়ে জীবন বিসর্জ্জন করেচেন। আমার নিকট আমার ইষ্টদেবতা সত্যনারায়ণের মহাপ্রসাদ আছে, ভক্তিভরে গ্রহণ কোরে ভক্ষণ কর। প্রভুর পাদপদ্মে কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর। তা হ'লে সত্যনামের গুণে তোমার মৃত পতি পুনর্জ্জীবিত হবেন।

সকলে। (প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভক্তিভরে ভক্ষণ পূর্ব্বক) জয় প্রভু সত্যনারায়ণ!

কলা। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে দেবের দেবতা পরম দেবতা

সত্যদেব! আমি অবোধ বালিকা, না জেনে তোমার মহাপ্রসাদে অবহেলা করেছিলেম; আমায় ক্ষমা কর। দয়াময়! জীবজীবন! দয়াগুণে আমার মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত কর। (প্রণাম)

(সহসা নিমগ্ন তরীসহ জীবিতাবস্থায় কঙ্কণকুমারের উত্থান)

সকলে। জয় জয় সত্যনারায়ণ!

লক্ষ। বৎস কঙ্কণকুমার! শীঘ্র নেমে এস। যাঁর অমৃতময় পরামর্শগুণে পুনর্ব্বার তোমাকে জীবিত দর্শন কল্লেম, এস, সকলে মিলে এই সেই সত্যভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রণিপাত করি।

(কঙ্কণকুমারের তটে অবতরণ ও সকলে মিলিয়া সদানন্দকে প্রণাম)

সদা। ভগবান্ সত্যনারায়ণের পাদপদ্মে তোমাদের সকলের অচলা ভক্তি হোক্।

লক্ষ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) বিপ্রবর! আপনি সামান্য মনুষ্য নন্। অনুগ্রহ কোরে বলুন্, আপনি কে?

সদা। (সহাস্যে) আমিও তোমাদের ন্যায় একজন সত্যভক্ত। নাম শ্রীসদানন্দ শর্ম্মা।

লক্ষ। (সানন্দে) যিনি নিদারুণ কলিকালে সর্ব্বজীবের মুক্তিসিদ্ধিদাতা ভগবান্ সত্যনারায়ণের সর্ব্বপ্রথম ব্রতপ্রবর্ত্তক, আপনি সেই পুণ্যবান সদানন্দ ব্রাহ্মণ?

সদা। হাঁ, মহাশয়, আমি সেই দীনহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

লক্ষ। (সানন্দে) প্রভু! আপনি সত্যধর্ম্মের আদিগুরু। আজ আপনার শ্রীচরণদর্শনে যার-পর-নাই আনন্দিত হলেম—

কৃতকৃতার্থ হলেম—পবিত্র হলেম। আপনি যে সহসা এখানে আস্‌বেন, তা আমাদের স্বপ্নের অগোচর।

সদা। আমি দেশ বিদেশে সত্যধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশে ভ্রমণ কচ্চি। এই দিকে এসে সহসা আপনাদের মুখে সত্যনাম শুনে দৌড়ে এলেম। আজ আমি ধন্য! ভগবান্ সত্যনারায়ণের কৃপায় এতগুলি সত্যভক্ত দর্শন কোল্লেম—সত্যভক্ত কঙ্কণকুমারকে পুনর্জ্জীবিত দেখ্‌লেম। জয় সত্যনারায়ণ!

সকলে। জয় সত্যনারায়ণ!

লক্ষ। বিপ্রবর! দীনহীন সত্যভক্তগণকে চরণধূলা দিন্
(সকলের সদানন্দের পদধূলি গ্রহণ)

সদা। সত্যভক্তগণ আমার আলিঙ্গন-যোগ্য। (লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমারকে আলিঙ্গনপ্রদান)

লক্ষ। বিপ্রবর! সত্যদেবের কৃপায় এবং আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা সকলে নানা বিঘ্ন বিপত্তি হ'তে মুক্ত হলেম। এই বার গৃহে গিয়ে ষোড়শোপচারে ভগবান্ সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা কোর্‌বো। আপনি সত্যধর্ম্মের আদিগুরু। অনুগ্রহ কোরে আপনি যদি আমার সামান্য গৃহে পদধূলি দেন, তা হলে আমরা সকলে পরম পবিত্র হই।

সদা। (সানন্দে) অত কাকুতি মিনতি করবার প্রয়োজন নাই। সত্যভক্তগণের গৃহই আমার স্বর্গ। চলুন, সকলে মিলে সত্যসংকীর্ত্তন কোত্তে কোত্তে আপনার গৃহে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রত্নাবতীপুর—রাজপথ।

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণের প্রবেশ।

সত্য। পূর্ণ হ'ল বাসনা আমার ;
কলিগর্ব্ব থর্ব্ব এত দিনে ;
সর্ব্বজীবমুক্তির সোপান সত্যনারায়ণ নাম হইল প্রচার।
সত্যধর্ম্ম, সত্যব্রত, সত্যপূজা সত্যালোকে হইল প্রকাশ।
সদানন্দ ব্রাহ্মণ হইতে সত্যনারায়ণ ব্রত আরম্ভ হইয়া
পৃথিবীর নানা স্থানে হইল প্রচার।
যে মানব ভক্তিভরে পূজিবে আমারে,
করিবে আমার সত্যব্রত,
সত্য সত্য অন্তে তারে দিব পদে স্থান,
ইহলোকে সর্ব্বসুখে সুখী হবে সেই,
ধনপুত্র লক্ষ্মীলাভ হইবে তাহার,
স্বাস্থ্য শুভ আনন্দ অপার লভিবে সে জন ;
লক্ষ্মী সরস্বতী সনে বাঁধা রব সদা আমি ভবনে তাহার।
মোর নামে অবিশ্বাসী জন কষ্ট পাবে পলে পলে,
কিন্তু, বিশ্বাসী হইলে ভক্তি না টলিলে
মনস্কাম পূরিবে তাহার।

[প্রস্থান।

সদানন্দ, লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার, লীলাবতী, কলাবতী ও নাবিকগণের সত্যসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ।

সকলে। (সত্যসঙ্কীর্ত্তন)

সত্যময় হরিনাম জীবের জীবন।
কলিকালে এক সত্য সত্যনারায়ণ ॥
ভক্তিভরে, মধুর স্বরে,
করি সত্যসঙ্কীর্ত্তন ॥
(একবার হরিবোল বল রে মন)
হরি সত্য, পরম তত্ত্ব,
ত্রাণ পায় নামে মর্ত্ত্যজন ॥
(এমি নামের গুণ রে ভাই,
মরণগ্রাসেও জীবন পাই)
জয় জয় হরি, ভবসিন্ধু তরী,
দাও দীনগণে শ্রীচরণ ॥

[সকলের প্রস্থান।